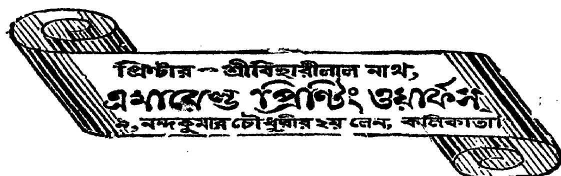
ললিত-গাথা

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র

মূল্য এক টাকা

কলিকাতা
৬ নং দীনবন্ধু লেন,
'দীনধাম' হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।





নিবেদন

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতন, দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার" গানের ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার বন্দনা করি। এই গীতটী স্যার গুরুদাস প্রভৃতি সুধীগণ বড়ই পছন্দ করেন। সেই উৎসাহে দ্বিজেন্দ্রলালের অপর গানের ভাষাগত অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে নূতন ভাবের আরোপ করিয়াছি। ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

রাস পূর্ণিমা, ১৩২৮।
দীনধাম, কলিকাতা



শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র



সূচী

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি		বিষয়		
১৭	১৩	... ...	স্মরণ	স্থলে	নাম
৩২	১	... ...	শ্রা	”	প্রা
৭৩	১৪	... ...	স্ব	”	বি

পিতরৌ বন্দে।

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর
পবিত্র নামে এই গাথা উৎসৃষ্ট হইল।

মা!

অষ্টম বরষ যবে হইল অতীত,
পিতার পবিত্র স্নেহে হইনু বঞ্চিত ;
আদিষ্ট বিধানে তিনি ত্যজিলে ধরণী,
একাধারে হইয়াছ জনকজননী!
পিতা মাতা সেবা তাই করিতে সাধন,
তোমার চরণ শিরে করেছি ধারণ।

রাস পূর্ণিমা,
১৩২৮।

সেবক—
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

মা

মা গর্ভধারিণি অম্ব !

পুত্রে বিসরি দোষ, চির প্রদায়িনী স্নেহের স্নিগ্ধ প্রলম্ব ;

তব যত তনয়ে তীর্থ গণিবে, তব দিব্য চরণধূলি রাজি,

তব যত তনয়ে ধন্য হইবে, শুভ আশীষে তব মা জি ;

তুমি ত জননি, যে আগত মর্ত্তে, অতুলন করুণায় সাজি,

ধরি সুমঙ্গল ভগবৎ-অন্তর-বিমল-সুপ্রতিবিম্ব ।

সন্তান কারণ, নিজ দেহ রুধির বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,

পুণ্য পয়োধর উচ্ছলি, কোমল ক্ষুধিত মুখ'পর ঝরিয়া,—

পর্ব্বত হইতে সুবিমল ধারে বারি প্রপাত প্রসন্ন—

তৃপ্ত করিছ সদা, নব শিশু তৃষিত আনন বিম্ব ।

পরিহরি যত সুখ ভোগ, যখন মা শায়িত পীড়িত শয়নে,

ত্যজিয়া অশন তব দিবস রজনী, ত্যজিয়া সুপ্তি তব নয়নে,

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, কর কত ক্লেশ অবলম্ব ;

মা স্বর্গাদপি গরীয়সি ! জননি অন্নদায়িনি অম্ব !

———

পিতৃপদে

সরস বচন, মানস মোহন,
হাসি বরিষণ অধর 'পরে।
পরের বেদন ভাবিতে আপন,
সলিলে নয়ন আসিত ভ'রে ॥
প্রথম জীবন দারিদ্র্য-পেষণ,
করিলে দমন মনীষা বলে।
স্বভাব দর্পণ করিয়া সর্জ্জন,
লভিলে আসন অমর দলে ॥
রচনা তোমার মরমে সবার
আনে অশ্রু ধার হাসির রঙ্গ।
রোগাতুর মনা লভিতে সান্ত্বনা
করিত কামনা তোমার সঙ্গ ॥ *
পুরবাসীজন মাঠে চাষীগণ,
সাদরে স্মরণ করিছে সবে।
ধন্য সেই জন, সবারে আপন
করে দরশন নশ্বর ভবে ॥

---

* ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন কাশ্মিরের সচিব ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শিরঃপীড়া হয়। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময়, তথাকার ডাক্তার—পিতৃদেবের অন্যতম বন্ধু বলিয়াছিলেন, আপনি কলিকাতায় গিয়া যদি দীনবন্ধুবাবুর সহিত আলাপ ও তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে না। নীলাম্বরবাবু আমাকে বলেন, "আমি তোমার বাবার সহিত দেখা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন রুগ্ন শয্যায়, আলাপের সুযোগ ঘটে নাই"।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ললিত-গাথা

তজ্জলান্

সর্ব্ব খলু ব্রহ্ম এই—নাহি কিছু আর
মায়ার উপাধি যোগে বিশেষণ তাঁর।
তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল যখন,
কারণ অর্ণবে ব্রহ্মা উদিল তখন।
পালন কারণে তিনি আছেন বেষ্টিয়া,
বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য রূপে সকলে মোহিয়া।
মাধুর্য্য অভাবে পূর্ণ পালন কোথায়?
বৃন্দাবনে দেখা দেন শ্রীকৃষ্ণ লীলায়।
কালের বিধান চক্রে, সংহার যখন
রুদ্ররূপে মহামূর্ত্তি করেন ধারণ!
তাঁহাতেই হয় লীন সকল জগৎ
শিবের আধার ব্রহ্ম, একমাত্র সৎ।
জন্ম স্থিতি লয় যাহে সেই তজ্জলান্
শান্ত ভাবে উপাসনা করয়ে ধীমান্

প্রণব

বাক্য মন ফিরে আসে নাহি পায় ঠিক
প্রণব কেবলমাত্র ব্রহ্মের প্রতীক ;
করিছে প্রকর্ষ স্তুতি প্রণবে ওঙ্কার
পরব্রহ্ম পদে সেই হৃদয় ঝঙ্কার ।
মাত্রাত্রয়ে মূর্ত্তি তার র'য়েছে রচিত,
অনুচার্য্য নাদ বিন্দু শেষে সুশোভিত ।
মাত্রা আর ব্রহ্মপাদে ভেদ নাহি হয়
কহিতেছে শ্রুতিবাক্যে মুনি-ঋষিচয় ।
আদিপাদ বৈশ্বানর, স্থান জাগরণ,
তৈজস দ্বিতীয়, তাহে স্বপ্ন দরশন ।
সুষুপ্তি প্রজ্ঞান ঘন প্রজ্ঞা নাম আর,
তিন রূপে এক আত্মা ভেদ নাহি তার ।
অব্যয় অদ্বৈতপাদ তুরীয় ঈশান
জগৎ প্রপঞ্চ হ'তে নিবৃত্তির স্থান ।
প্রণব ওঙ্কার মন্ত্রে কর নমস্কার,
জপিলে উত্তীর্ণ হবে সাগর সংসার ।

শ্রীকৃষ্ণ

চির শান্ত রসে, মুনি যোগ তপে,
অভিরাম পদে, অবিরাম জপে।
করিলে করুণা, যত দাস জনে,
লভিয়ে শরণে, শুভ ভাগ্য গণে।
সব বিশ্ব চলে, তব সৌখ্য বলে,
ধরিলে হৃদয়ে, শিশু গোপ দলে।
নম নন্দকি নন্দন, কুঞ্জ বনে,
যিনি অব্যয় অক্ষর সিদ্ধ মনে।

জননী নয়নে তুমি নীলমণি,
করিতে বদনে, সর দুগ্ধ ননী।
অতনু ত্যজিয়ে, মধু ভাব বশে,
বৃকভানু-সুতা, লহ রাস রসে।
অভিলাষ যথা, ভজ ভক্ত সবে
তব পাদরজে, ভব পার হবে।
নম নন্দকি নন্দন, কুঞ্জ বনে,
যিনি অব্যয় অক্ষর সিদ্ধ মনে।

———

বাঁশী

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

বাজিছে শ্যামের বাঁশী ব্রজে উভরায় রে ;
যমুনা উজান বেগে কল কল ধায় রে ;
চিরানন্দ নন্দপুরে, শুনিয়া মোহন সুরে,
শিহরে যশোদা রাণী, পুলকিত কায় রে ;
রাখাল 'হ্যারেরে' বলি, ছুটে আঙ্গিনায় রে ;
গৃহকাজ দূরে ফেলি, চলে গোপিকায় রে।

বাজে বাঁশী এক রবে, অবিরাম হায় রে,
গুণভেদে বাঁশী-রব, ভিন্ন শুনা যায় রে,
যশোমতী শুনে ধ্বনি, "দাও মাতা ক্ষীর ননী,"
আনিবারে নবনীত আনমনে ধায় রে ;
শুনিছে গোপের দল, বেণুর ভাষায় রে ;
"বহিব আনন্দে সদা নন্দের বাধায় রে।

বাঁশীর স্নেহের স্বর, রাখালে মাতায় রে,
ধেনু লয়ে আসে সবে, শিশুর শোভায় রে ;
"আয় রে রাখাল ভাই, চল সবে গোঠে যাই,"
কহিতে রাখালরাজ, বাঁশরী বাজায় রে ;
এমন স্নেহের টান, সখায় সখায় রে,
স্বর্গেতে তুলিয়া দেয়, মানব-ধরায় রে।

শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, কদমতলায় রে,
রাখিতে নারিছে রাধা, কটি-মেখলায় রে ;
শুনিতেছে গরবিণী, "কোথা রাই বিনোদিনী,"
আর কি ডরিতে পারে, হীন কুটিলায় রে ;
অকাতরে লাজ মান সলিলে ভাসায় রে ;
অসিত-চরণে প্রাণ, সঁপিবারে যায় রে ।

উড়ুরাজ-কররাশি মিশে মল্লিকায় রে,
হাসিছে শারদ নিশি রাসপূর্ণিমায় রে,
ব্রজ-স্ত্রী-শ্রবণে আসি, শ্যামের মোহন বাঁশী,
ডাকিছে সাদরে সবে, নিবৃত্তি-ক্রীড়ায় রে ;
রাধা নামে সাধা বাঁশী শুনে, গোপিকায় রে,
গাহিছে বিভোর তানে "জয় রাধিকায় রে" ।

এখনও শ্যামের বাঁশী বাজে উভরায় রে,
অভাগা বধির যারা, শুনিতে না পায় রে ;
বাঁশরীর মন্ত্রবলে, ভূমার তরঙ্গ চলে,
অখণ্ড আনন্দ বাঁধা বাঁশরী-ধারায় রে ।
পাপহারী বংশীধারী যাচি তব পায় রে—
বাঁশী-রব সদা যেন শ্রবণ জুড়ায় রে ।

গৌরী-নারায়ণী

যে দিন অভয়ে ! সাগর বেলায়, পূজিল তোমায় শ্রীরামচন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ সকল আনন ধ্বনিল হর্ষে জলদমন্দ্র,
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার, প্রভাত হইল অশুভ রাত্রি,
বন্দিল সবে "জয় মা জননি জগত্তারিণি জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি.
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

নয়নত্রয়ে ব্যক্ত করুণা, রসনা স্বস্তি বচনে লিপ্ত,
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;
দশ প্রহরণ শোভিছে নিত্য, জননি তোমার দশটি হস্তে
ভক্তিপূর্ণ চরণ তোমার ধরিছে কেশরী আপন মস্তে।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি.
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

নিন্দা কুচ্ছ শুনিয়া পতির পাইলে মর্ম্মে অশেষ কষ্ট,
তখনি ত্যজিলে দেহের ভার, দক্ষযজ্ঞ হইল নষ্ট ;
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত, দৈত্য-অসুর-নাশিনী দৃপ্তে,
হাসিয়া কখন তুষিছ ভক্তে, শান্তি ঢালিছ নিখিল বিশ্বে ;
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

দক্ষে তোমার হেরম্ব-কণ্ঠ ঘোষিছে সতত সর্ব্ব সিদ্ধি,
কমলা চাহিয়া কমল নেত্রে, করিছে সকল শোভার বৃদ্ধি,
বামে ষড়ানন ধরিয়া অস্ত্র, নাশিছে যতেক অশুভ রিষ্টি,
বাজায়ে বীণায় শ্বেতবরণা, করিছে দিব্য জ্ঞানের সৃষ্টি।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

জননি তোমার পূজার তরে, আজি গো জুড়িয়া ভারতবর্ষ,
উঠিছে উচ্চে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ,
জয় মা দুর্গে দুঃখহারিণি ললিত চরণে, চাহি মা মুক্তি,
জানি মা কেবল করুণা তোমার, জানিনা কিছুই শাস্ত্র যুক্তি।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !



আগমনী

হরিত আভায় শোভিছে ধরণী, থেমেছে বরষা ধারা,
শারদ গগন নীরদ শূন্য, হাসে চন্দ্র তারা,
হর্ষ ভরে দেখিবে সকলে, ধন্য ভাগ্য মানি,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো—মায়ার প্রতিমা খানি।

পাইয়া গৌরী গিরির অধরে, খেলিছে মধুর হাসি,
ভায়ের স্নেহ করিছে স্ফীত, সাগর অম্বু রাশি,
পলক শূন্য নয়নে দেখিছে, জননী মেনকা রাণী
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

পাষাণ ভেদিয়া উঠিছে উচ্চে, সুখের পুণ্য ধারা,
আমোদে মত্ত হয়েছে সকলে, শৈলে বিহরে যারা
মধুর বচনে করিছে তৃপ্ত, গিরি রাজধানী,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

বৃক্ষ লতা হরষে পূর্ণ, গাহিছে বিহগ গান,
হেরিয়া সিংহ মায়ের চরণে, নাচিছে পশুর প্রাণ;
বিষাদ ব্যাধি করেছে দূর, শান্তি সুষমা দানি
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

শুনি আগমনী মধুর কণ্ঠে, পুলকে হৃদয় নাচে,
আনন্দময়ী করিবে আশীষ, আসিয়া সবার কাছে,
রয়েছে আশায়, করিতে পূজা, ভক্তি পুষ্প দানি,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

বিজয়া

আজি গো সকল নয়ন হইতে, বহিছে সলিল ধারা,
কাঁদিয়া নবমী করেছে গমন, ক্ষুব্ধ চন্দ্র তারা ,
বিদ্ধ করিয়া সবার প্রাণ, কহিছে বিদায় বাণী,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

কৈলাসে, কাঁদি চলেছে, গৌরী ত্যজিয়া গিরির বাসে,
চিত্ত তাহার দোলার মতন, উভয় মুখেতে ভাসে,
অঙ্ক হইতে করিতে বিদায়, নারিছে মেনকা রাণী
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

কাতর কণ্ঠে করিছে রোদন, সকল শৈলবাসী,
ধূমের মতন, পাষাণ হইতে, উঠিছে দুঃখ রাশি ;
সুদূর আকাশে, যাইছে মিশিয়া, হৃদয়ে বজর হানি,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

আঁধারে আলোকে, দিবস রাত্রি ব্যাপিয়া সকল কাজে,
সুখের স্মৃতিটি জাগিবে হৃদয়ে, সতত দুখের মাঝে,
মুদিত নয়নে করিবে ধ্যান, যুক্ত করিয়া পাণি,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো,—মায়ার প্রতিমা খানি।

সজল নয়নে স্নেহের তনয়া, যাইলে আপন বাসে,
বিজয়া দশমী, সবার স্মরণে অমনি ভাসিয়া আসে ;
নীরব হৃদয় তখনি পূজে, ভক্তি অশ্রু দানি,
উমার প্রতিমা খানি,—সে যে গো—মায়ার প্রতিমা খানি।

জাহ্নবী গঙ্গা

কেশব চরণ ধৌত ঘর্ম্ম যে দিন জগতে হইল বর্ষ ;
তাপিত বক্ষ শান্তি-সিক্ত করিল তাহার তরল স্পর্শ ।
রাখিতে নারিল পুণ্য প্রবাহ ব্রহ্মা ধরিয়া করঙ্ক হস্তে,
স্থাপিল তাহায় মনের হর্ষে, জটিল জটায় শঙ্কর মস্তে ।
মুক্ত হইল সগর-সন্তান তোমার চরণ ধরিয়া অঙ্গে,
জয় সুরধুনি মধুর ভাষিণি কলুষনাশিনি জাহ্নবি গঙ্গে ।

পুণ্য বলের অতুল জ্যোতি রহিবে সতত প্রভাব পূর্ণ,
ধর্ম্ম-বিহীন পাশব শক্তি, অচিরে হইবে শতধা চূর্ণ,
রোধিতে তোমার গতির প্রবাহ ধাইল কুঞ্জর ভীষণ রঙ্গে,
ভাসিয়া যাইল তৃণের মতন অমনি শীতল স্রোতের সঙ্গে ।
মুক্ত হইল সগর-সন্তান তোমার চরণ ধরিয়া অঙ্গে ।
জয় সুরধুনি, মধুর ভাষিণি কলুষনাশিনি জাহ্নবি গঙ্গে ।

অষ্ট বসুর শাপ বিমোচন করিল তোমার করুণ স্পর্শ,
কনিষ্ঠ তাদের রহিল কেবল করিতে বৃদ্ধি মায়ের হর্ষ ;
দেবতা দুর্লভ শুভ্র চরিত সাদরে পুরাণ করিছে ব্যাখ্যা,
ভক্ত-হৃদয় পূজিছে তোমায় প্রদানি ভীষ্ম জননী আখ্যা ।
মুক্ত হইল সগর-সন্তান তোমার চরণ ধরিয়া অঙ্গে
জয় সুরধুনি, মধুর ভাষিণি কলুষনাশিনি জাহ্নবি গঙ্গে ।

তোমার জলের অপার মহিমা হেরিছে নিগমে সবার নেত্র,
তুমিত জননী সবার শ্রেষ্ঠ! ব্যাপিয়া বিশাল স্বভাব ক্ষেত্র;
ভারত ভূমির পেলব অঙ্গে ঢালিছ স্নেহের পীযূষ স্তন্য
তাহার প্রসাদে সন্তান তৃপ্ত, তারাত চাহেনা করুণা অন্য।
মুক্ত হইল সগর-সন্তান তোমার চরণ ধরিয়া অঙ্গে
জয় সুরধুনি, মধুর ভাষিণি কলুষনাশিনি জাহ্নবি গঙ্গে।

কর মা করুণা করুণাদায়িনি অঞ্জলি করিছে প্রাণের ভক্তি
প্রভাতে নিত্য সেবিতে তোমায় আমরণ মোর থাকেগো শক্তি।
রাখিও চরণে অন্তিমে যখন নিথর হইবে দেহের যন্ত্র,
ধ্বনিত হইবে উচ্চ কণ্ঠে মধুর তারকব্রহ্ম মন্ত্র।
মুক্ত হইল সগর-সন্তান তোমার চরণ ধরিয়া অঙ্গে
জয় সুরধুনি, মধুর ভাষিণি কলুষনাশিনি জাহ্নবি গঙ্গে।

———

শিব-রাত্রি

উপবাস করে সুপবিত্র মনে,
অবসান নিশা করি জাগরণে,
প্রহরে প্রহরে হর পাদতলে,
দধি দুগ্ধ ঘৃতে মধু বিল্বদলে
কর ধৌত সবে চির ভক্তি ভরে,
মরণে লভিবে শিবলোক পরে।
নম শঙ্কর! দেব মহেশ হরে!
যিনি তুষ্ট সদা নিজ ভক্ত পরে॥

তরু বিল্বপরে অবসাদ লয়ে,
নিশি যাপিছ কেন, নিষাদ! ভয়ে?
নিজ ভাগ্যবলে তুমি ধন্য হ'লে,
শিব মস্তক সিঞ্চিত গাত্র জলে,
হর কিঙ্কর আসিল শেষ ক্ষণে
শিবলোক লভে গুণহীন জনে।
নম শঙ্কর! দেব মহেশ হরে!
যিনি তুষ্ট সদা নিজ ভক্ত পরে॥

———

দশহরায়

তব জীবন মাধব পাদ হ'তে,
কহিছে মহিমা শত ভাগবতে।
কি গুণে তুষিলে, প্রমথেশ হরে,
রহিলে শশি-সেবিত ভাল'পরে।
চতুরানন সাধন তুচ্ছ ক'রে,
ত্যজি বন্ধন আগত ভক্ত তরে।
প্রণমামি পদে, চির পুণ্যযুতা
দশ পাপহরা! তুমি শৈলসুতা।

অভিশপ্ত জনে করুণা সলিলে
অভিষিক্ত করে অধমে তরিলে;
অবগাহি নরে তব দিব্য জলে,
মরতে লভিছে শুভ মুক্তি ফলে।
মম দেহ ভবে, অবসান হ'লে,
লহ মা! তনয়ে, তব পাদতলে।
প্রণমামি পদে, চির পুণ্যযুতা
দশ পাপহরা! তুমি শৈলসুতা।

সারদা সঙ্গীত

শ্রীপঞ্চমী আজি বঙ্গে ;
ম্লান প্রকৃতি পুনঃ কল নিনাদিনী, কোকিল কূজন রঙ্গে ;
আজি কত ভবন, হর্ষে পূরিল, অর্পিয়া ভক্তি তব চরণে
কত পুরবাসী, তুষ্ট হইছে, লভি তব সকরুণ বচনে,
অঞ্জলি করিছে, সন্তান বৃন্দে, ফুল সহ সুললিত তানে,
কর সমুজ্জ্বল, যত মূঢ় অন্তর, জ্ঞানের পুণ্য তরঙ্গে ।
বীণা বাদন, মুনি-ঋষি-সাধক-হরষিত মরমে পশিয়া,
সামরব ছন্দে ঝঙ্কারি, ওঙ্কার আলোক বিধুনিত করিয়া,
আদি প্রচারি সনাতন সত্যে, নিখিল বিশ্ব ভরিয়া,
মুখরিল স্থল জল ব্যোমে, পাদপ তৃণে, সিংহ পতঙ্গে ।
অনশনে অবসন্ন জন, যখন মা শায়িত সরোজ চরণে,
লভিছে জীবনে তব বর অনুপম, লভিছে অমরতা মরণে,
অর্পিব ভক্তি যত সঞ্চিত প্রাণে, কৃপা কর অধম অপাঙ্গে;
মা ভারতি সরস্বতি বীণাপাণি ! বরিষ আশীষ বঙ্গে ।

হিমালয়ে তর্পণ*

কাঞ্চন কিরণ কিবা শোভে পূর্ব্বাশায়
ঘুমন্ত প্রকৃতি ধীরে ত্যজিছে নিদ্রায়
অনীরদ নীলিমায়, গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়,
স্থবর্ণ-মণ্ডিত চূড়া শোভিছে মাথায়
শিখাইতে উদারতা মানব সবায়,
অভ্রভেদ করি যেন. অনন্তে মিশায় ॥

নন্দন-নিন্দিত দৃশ্যে নয়ন জুড়ায়,
অবিরাম দরশন করিবারে চায়।
কোথা হ'তে মেঘরাশি, অকস্মাৎ ভেসে আসি,
আবরণ ক'রে দিল স্থবর্ণচূড়ায় ;
সম্মুখে দেখিয়ে এবে বাষ্পের মালায়,
প্রাণের পুলক দূরে হইল বিদায় ॥

হেরি ব্যতিক্রম এই স্বভাব শোভায়
ব্যাকুলিত চিত্ত রহে মগ্ন প্রতীক্ষায় ;
ব্রহ্ম খলু সর্ব্বাধার ব্রহ্ম ছাড়া নাহি আর,
র'য়েছে আবৃত নিত্য, অনিত্য মায়ায়।
তাহে লগ্ন হইবারে কেহ নাহি চায়
ত্যজিয়া কায়ায় আছে মজিয়া ছায়ায় ॥

বিলীন হইলে মেঘ স্বভাব-লীলায়
উদিবে আবার সেই কনক-শোভায়
বিনা স্বরূপের ধ্যান, নহে মায়া ব্যবধান ;
জীবন আহুতি কর দিব্য সাধনায়
নহিলে থাকিবে চির গভীর নিশায়
সংযমী জাগ্রত যাহে, প্রজ্ঞার প্রভায় ।

কোথা পাব অধিকার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়,
সাগরে রহেছি যেন চড়িয়া ভেলায় ;
আজি তিথি পুণ্যভরা, স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করা,
অর্পিব তর্পণ বারি পিতৃ-পিপাসায় ;
পাইলে পরম প্রীতি স্বর্গের পিতায়,
পরিতুষ্ট হ'ন সেই পরম ব্রহ্মায় ॥

* দার্জ্জিলিংএ রচিত



পুত্র-শোকে

(১)

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর! ছিঁড়ে গেছে মোর আশার তার।
মলিন বয়ানে, ভগ্ন পরাণে রহেছি সহিতে বিষাদ ভার!
জীবন আমার হইতে তাহার চলে গেছে সুখ সুষমা হায়!
ঘন মেঘ রাশ, ঝটিকা বাতাস, বহিয়া হৃদয় চলিয়া যায়।
তনয় আমার! তনয়া আমার! বক্ষে আবার ফিরিয়া আয়,
তোদের জন্য, ছিলাম ধন্য, তোদের অধীর চিত্ত চায়।

জেগে আছে আজ মানসে আমার—তোমাদের সেই হরষ গান;
হাসি খেলা সব ভুলিব কেমনে;—করিছে সতত আকুল প্রাণ।
আর আসিবে না তনয়া-তনয়, নাহি আর উদে হৃদয় চাঁদ,
কিসের কারণ, অশুভ-বারণ শুভ অভিলাষে সাধিল বাদ।
তনয় আমার! তনয়া আমার! বক্ষে আবার ফিরিয়া আয়,
তোদের জন্য, ছিলাম ধন্য, তোদের অধীর চিত্ত চায়।

আমার এ মন বিষাদ মগন, কেবল করিছে তোদের স্মরণ;
বন্ধু আদি সব মলিন নীরব; বিষাদ মগন এ "দীন ধাম,"
নাহি দেখি আর—সব অন্ধকার—কেমনে আঁধারে রহিব স্থির;
নাহি আর হাসি—ম্লান মুখে আছি, স্তব্ধ, হিয়ার স্পন্দ ধীর;
তনয় আমার! তনয়া আমার! বক্ষে আবার ফিরিয়া আয়,
তোদের জন্য, ছিলাম ধন্য, তোদের অধীর চিত্ত চায়।

অরূপ তাদের—পরশপুলকে শিহরে আবার তাপিত প্রাণ;
মুদিত নয়ন করে দরশন, নাসিকা গন্ধ করিছে ঘ্রাণ।
শ্রবণে পশিয়া মরমে আমার, অতীতের বাণী জাগিয়া থাক,
তাহাদের স্মৃতি—পুণ্য সে অতি! শূন্য হৃদয়ে ভরিয়া যাক।
তনয় আমার! তনয়া আমার! বক্ষে আবার ফিরিয়া আয়,
তোদের জন্য, ছিলাম ধন্য, তোদের অধীর চিত্ত চায়।

পুত্র-শোকে

(২)

ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে, কি সঙ্গীত ভেসে আসে,
সে চাহে কাতর চিতে আদর দিতে, সে হিয়ার মাঝে,
কহিতেছে অবিরাম মধুর ভাষে ঃ—
"কেন কাঁদিস সদা তাদের তরে,
যারা নাহিক আর তোদের ঘরে,
সবাই তারা, শরীর জীর্ণ ত্যাগ করেছে, নূতন আশে,
ওরে মানুষ যথা জীর্ণ ত্যজি, গ্রহণ করে নব বাসে ॥
মিছে, তাদের কারণ, দুঃখ করা,
তারা পেয়েছে ত্রাণ, শান্তি ভরা,
পাবি আবার তাদের দেখা, আস্‌বি যখন মহাকাশে।
কৌমার যৌবন জরা,—দেহে মৃত্যু সেই ধারা—ধীর বুদ্ধি সদা ভাষে
কেন মায়া গৃহে আছিস বন্ধ,
ওরে মিছা শোকে হয়ে অন্ধ,
ওরে সেই সে পরমানন্দ ! মোহ-বন্ধ যেবা নাশে।
গেছে যাদের ছেলে, তাদের কাছে, তাহে কেন কান্না আসে ॥"

গচ্ছিত হরিণ

প্রভাতের সমীরণ কাঁপাইয়া ফুলবন,
ধীরে ধীরে ছিল প্রবাহিত ;
আহ্নিক করিয়া শেষ প্রণমিয়া পরমেশ
প্রাঙ্গণেতে যবে উপনীত ;
কিবা রূপ মনোলোভা ললাটে স্বর্গের শোভা
দেখিলাম তাপস রতন,
জ্ঞানভক্তি বিভূষিত জটাজূট বিলম্বিত
সদানন্দ প্রশান্ত বদন ।
মৃগশিশু ধরি' করে আধ বিজড়িত স্বরে
কহিলেন সাদরে আমায়—
"যাব তীর্থ পর্য্যটনে নাহি জানি কোন ক্ষণে
আগমন করিব হেথায় ।
প্রাণের হরিণ মোর সঁপিলাম করে তোর
রেখ তারে করিয়া যতন,
আশ্রমে ফিরিব যবে ফিরিয়া লইব তবে
এ পবিত্র স্নেহের রতন ।"

হরিণ শিশুটি নিয়ে স্নেহবারি বরষিয়ে
আনন্দেতে করিনু বর্দ্ধিত,
নির্দ্দোষ আমোদ ভরে বেড়াইত ঘরে ঘরে
ছুটাছুটি কতই করিত ।

চরণে হইয়া ক্ষত মোর পানে অবিরত
ছলছল চাহিল যখন,
অন্তরে পাইয়া ব্যথা তপোবন মৃগ কথা
চিত্তমাঝে হইল স্মরণ।
তরল স্নেহের সার মাখানু চরণে তার
কষ্ট ক্রমে হইল বিদায় ;
কৃতজ্ঞতা সুধারাশি আয়ত নয়নে ভাসি
প্রকাশিত নীরব ভাষায়।
বুঝিলাম সেইক্ষণ, ছাড়ি পুণ্য তপোবন
শকুন্তলা করিলে প্রয়াণ
প্রাণেতে পাইয়া দয়া, কেন সে পশুর হিয়া
বিরহেতে ভাসাল বয়ান।
দিবস যামিনী কত, আনন্দে হইল গত,
খেলিতাম হরিণের সনে ;
অকস্মাৎ একদিন তপোধন সমাসীন
তুষিলেন আশীষ বচনে।
আশ্রমে যাইতে হবে, মৃগশিশু সঙ্গে রবে,
দাও ফিরে গচ্ছিত সে ধন ;
সন্ন্যাসিচরণ ধ'রে যাচিলাম করযোড়ে
মৃগ মোরে করিতে অর্পণ।
মমতা বিহীন তিনি, হৃদয় পাষাণ জিনি,
চাহিলেন মৃগ পুনরায় ;
তাঁহার কণ্ঠের স্বর বিন্ধিল হৃদয়ন্তর
আরবার ধরিলাম পায় ;

নড়িল জটার জাল চক্ষু দুটি হ'ল লাল
লহ তবে শাপবহ্নি মম ;
ব্রহ্ম অভিশাপ ভয়ে, অতি ব্যাকুলিত হ'য়ে
ফিরে দিনু মৃগ প্রিয়তম।
আনত করিয়া শিরে কহিলাম সন্ন্যাসীরে
যেই শিক্ষা দিলে তপোধন ;
জীবনে কথন (ও) আর রাখিব না অন্যকার
যবে দিবে গচ্ছিত রতন।

সস্মিত আননে চাহি, করুণার দৃষ্টি বাহি'
আশীষিয়া তাপস প্রবর,
মুছাতে নয়ন বারি বক্ষেতে লইয়া তারি
স্নেহভরে করিল উত্তর।
সুখকর ভ্রমঘোরে স্নেহের মমতা ডোরে
যারে তুমি ভাবিছ আপন,
করুণা করিয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি
তব কাছে গচ্ছিত কারণ।
পুত্র কন্যা যে তোমার গচ্ছিত যে বিধাতার
বৃথা কেন করিতেছ পণ ;
শুনিয়া বিবেকবাণী আপন প্রমাদ মানি
বন্দিলাম তাপস চরণ।

গৌতম-বুদ্ধ

ভাবিত সকলে আছিলে মুগ্ধ, নিরখি সতত শোভার কান্তি ;
অন্তরে কিন্তু খুঁজিতে নিত্য, কোথায় মিলিবে পুণ্য শান্তি ;
সকল যত্ন হইল ব্যর্থ, বিভব অঙ্কে রাখিতে রুদ্ধ,
স্বভাব আকারে দেখিতে জগৎ, হইল ব্যস্ত কুমার বুদ্ধ।
অহিংসা ধর্ম্ম হইল প্রচার, দূরিত হইল অজ্ঞান সুপ্তি,
হইল ছিন্ন কর্ম্মবন্ধ, দেখিল জগৎ নির্ব্বাণ মুক্তি।

নেহারি নেত্রে ব্যাধি দৈন্য, নেহারি নেত্রে মৃত্যু রঙ্গ,
জীবের দুঃখ করিতে দূর, হইল তোমার কুহক ভঙ্গ।
ত্যজিয়া সুপ্ত পত্নী পুত্র, ত্যজিয়া কক্ষ স্বর্ণযুক্ত,
দিব্য প্রেরণে হইলে বাহির, মায়ার রজ্জু করিয়া মুক্ত।
অহিংসা ধর্ম্ম হইল প্রচার, দূরিত হইল অজ্ঞান সুপ্তি,
হইল ছিন্ন কর্ম্মবন্ধ, দেখিল জগৎ নির্ব্বাণ মুক্তি।

কঠোর সাধনে হইলে মত্ত, মৃত্যু ছায়া করিল স্পর্শ
বুঝিলে সহসা আপন ভ্রান্তি, ভাতিল বিশ্বে বিপুল হর্ষ ;
ক্ষরিল হৃদয়ে করুণা উৎস, ধাইলে কাতরে যজ্ঞকুণ্ড
জীবের হিংসা করিতে রোধ, চাহিলে অর্পিতে আপন মুণ্ড।
অহিংসা ধর্ম্ম হইল প্রচার, দূরিত হইল অজ্ঞান সুপ্তি,
হইল ছিন্ন কর্ম্মবন্ধ, দেখিল জগৎ নির্ব্বাণ মুক্তি।

মাধবী নিশায় পূর্ণচন্দ্র, আছিলে যখন ধ্যান পূর্ণ
বোধি-দ্রুমের স্নিগ্ধ ছায়ায়, হইল মারের বিঘ্ন চূর্ণ ;
কর্ম্মফলের বুঝিলে মর্ম্ম, নির্ব্বাণ রত্ন পাইলে ভিক্ষা
আশ্রমে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ নূতন তত্ত্ব দিতেছে শিক্ষা।
অহিংসা ধর্ম্ম হইল প্রচার, দূরিত হইল অজ্ঞান সুপ্তি,
হইল ছিন্ন কর্ম্মবন্ধ, দেখিল জগৎ নির্ব্বাণ মুক্তি।

গৌর-নিমাই

শ্রীরাধা কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি করিল মুগ্ধ গোকুল বাসী
একটি আধারে, দুইটি মূর্ত্তি হইল যুক্ত, গৌড়ে আসি ;
আপন ভাবে আপনি মত্ত, নিরোধ করিয়া চপল চিত্ত,
নয়নে বাহিত, প্রেম সলিলে, গৌরচন্দ্র ভাসিয়া যান।
যমুনা-পুলিনে, শ্যামের বাঁশী, ধ্বনিল কুঞ্জে মধুর তান ;
জাহ্নবীসিক্ত, নদের আঙ্গিনে, গৌরকণ্ঠ করিল গান।

পাপের প্রেরণে হইয়া ক্ষিপ্ত, জগাই মাধাই দুইটি ভাই,
ভীষণ রঙ্গে করিত ভ্রমণ, ভীত হইত পান্থ সবাই,
নিত্যানন্দে করিল প্রহার, তথাপি বরষি' দয়ার ভার,
তাপিত হৃদয় করিয়া বক্ষে, শান্তি, নিমাই করিল দান।
যমুনা-পুলিনে, শ্যামের বাঁশী, ধ্বনিল কুঞ্জে মধুর তান ;
জাহ্নবীসিক্ত, নদের আঙ্গিনে, গৌরকণ্ঠ করিল গান।

জগৎ গুরুর মধুর চিহ্ন, করিছে বিস্মিত যাহার প্রাণ,
গুরুর শরণে, তাহার দীক্ষা, করিতে বৃদ্ধি গুরুর মান,
কেশব ভারতী হইল ধন্য, শিষ্যে মন্ত্র প্রদান জন্য,
সাগর সলিল হইতে ঘটিত, মেঘের যেমন উচ্চে স্থান,
যমুনা-পুলিনে, শ্যামের বাঁশী, ধ্বনিল কুঞ্জে মধুর তান ;
জাহ্নবীসিক্ত, নদের আঙ্গিনে, গৌরকণ্ঠ করিল গান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়-পাশ, জননী শচীর স্নেহের টান,
কেমনে রাখিবে ধরিয়া তাহায়, বিশ্বের কল্যাণ যাহার ধ্যান,
নামেতে রুচি মধুর ধর্ম্ম, জীবেতে দয়া মধুর কর্ম্ম,
করিলে প্রচার, কলির শাসনে, বাঁচিল তাহাতে পাতকী প্রাণ ;
যমুনা-পুলিনে, শ্যামের বাঁশী, ধ্বনিল কুঞ্জে মধুর তান ;
জাহ্নবীসিক্ত, নদের আঙ্গিনে, গৌরকণ্ঠ করিল গান।

কাশী-বারাণসী।

কত পুণ্য তীর্থে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে তীর্থ এক সকল তীর্থ-সেরা,
ধ্যানে গড়া তীর্থ সে যে, সাধনাতে ঘেরা ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, মান-মন্দির উজল করা,
সবাই পূজেন বিশ্বনাথে পায়ে মাথা রেখে,
তারা আরত্রিকে ঘুমিয়ে, উঠে আরত্রিকে জেগে ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

এমন পুণ্য নদী কাহার, কোথায় এমন তটের বাহার,
ও পারেতে ব্যাসের ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে,
যুগল-চরণ ধৌত করে অসি বরুণা এসে ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

মন্দিরেতে ভরা পুরী, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ভূরি,
সুদূর হ'তে আসে যাত্রী ভক্তি-অর্ঘ্য লয়ে,
তারা চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে চরণধূলি খেয়ে ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

অন্নপূর্ণার পুণ্য স্নেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ
ছিলেন শিব আত্ম ভুলি ভিক্ষা-দণ্ড ধরি,
ঐ চরণের ধূলি যেন সদা মাথায় করি ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী ।

মন্দির-দর্শনে *

পুরুষোত্তমে, শরীর ক্ষেত্রে, দিব্য নয়নে করিতে দৃষ্টি,
কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ভক্তি—চারিটি যোগের হয়েছে সৃষ্টি ;
শ্রীমন্দিরে প্রবেশ জন্য চারিটি দ্বার রয়েছে মুক্ত,
সবার শ্রেষ্ঠ সিংহ-দ্বার যোগেতে যেমন ভক্তি উক্ত।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত ;
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হ'তেছে মুগ্ধ সকল ভক্ত।

জীব শরীর অন্নে পুষ্ট, মন্দিরে বিরাট অন্নছত্র,—
পাইতে প্রসাদ সকলে মত্ত, জাতির বিচার নাহিক তত্র ;
স্থূল হইতে সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ, কহিছে যাহারা শাস্ত্রে দক্ষ ;
অন্নছত্র হইতে উচ্চে, রতন বেদীর বিশাল বক্ষ।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত ;
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হ'তেছে মুগ্ধ সকল ভক্ত।

প্রাণ-মন-বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম দেহের কোষপুঞ্জ,
ভেদিয়া গগন শোভিছে, ভোগ্য, নৃত্য, জগমোহন, কুঞ্জ।
সৃষ্টিধারায় করিতে রক্ষা "বহুস্যামি" কামনা মাত্র,
বাহ্য আকারে দেহের অঙ্গে করিছে প্রকাশ প্রাচীর-গাত্র,
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত ;
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হ'তেছে মুগ্ধ সকল ভক্ত।

---

* গীতার বিজয়-ভাষ্যকার ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসুর শ্রীমন্দিরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অবলম্বনে পুরীতে রচিত।

আনন্দময় কারণ শরীর রূপকে দেখায় বিমান পুণ্য,
যাহার ভিতরে করিলে প্রবেশ হইবে সর্ব্ব কর্ম্মশূন্য ;
হৃদয় দহরে ভাতিবে তখন আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মরশ্মি ;
অভেদ জ্ঞান ধ্বনিবে উচ্চে দিব্য মন্ত্র,—"সোঽহমস্মি" ।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হ'তেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত

যাহার স্বরূপ করিতে স্থির নহে ত শক্ত ধ্যান মন্ত্র ;
কেমনে তাহারে দেখাবে শিল্পী হস্তে যাহার স্থূল যন্ত্র ।
রূপের আরোপ করিতে তাহায় সকল চেষ্টা হইল পণ্ড,
তথাপি ভক্ত পূজিছে নিত্য চিত্র-আধার দারুর খণ্ড ।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হ'তেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত ।

সাগর-সৈকতে

(১)

যে দিন ব্রহ্মা করিল সৃষ্টি, ছুটিল বারিধি ! তোমার অম্বু,
কল্লোলে তোমার, করিছে ধ্বনিত, আপন বিষাণ, শঙ্কর শম্ভু ;
ঊর্ম্মি তোমার রচিল শয়ন, যাহাতে বিষ্ণু লভিল সুপ্তি ;
মন্থনে তোমার উঠিল অমৃত, মৃত্যু হইতে করিতে মুক্তি ।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে ।

(২)

আপন হর্ষে উঠিছে নামিছে, শুভ্র লহরী অযুত লক্ষ ;
হাসিছে যেমন কৌস্তুভ রতন উজ্জ্বল করিয়া মাধব-বক্ষ ।
শ্যাম সলিল নেহারি নেত্রে, ভাবিয়া শ্যাম মোহন কান্তি—
পশিল তোমার অতল গর্ভে, গৌরচন্দ্র লভিতে শান্তি ।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে ।

(৩)

কৃষ্ণশেখর ঈষৎ উচ্চ করিতে স্পর্শ স্বর্গ-প্রান্ত,
মানব মর্ত্তে করিতে প্রহার রজত-চরণ নহে ত শ্রান্ত ;
আলোকপুষ্প ফুটিছে বক্ষে আবৃত যখন তিমিরপুঞ্জে ;
বহুলে যেমন তারকাবৃন্দ শোভিত সুনীল আকাশকুঞ্জে।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(৪)

বিশ্বের 'এ জন' আপন চিত্র দেখিছে তোমার বিশাল যন্ত্রে ;
তোমার প্রবাহ দিতেছে শিক্ষা কামনাশূন্য কর্ম্মমন্ত্রে।
প্রেমিক প্রাণের মধুর শক্তি নিহিত তোমার হৃদয়ে, সিন্ধু !
প্রভাবে তাহার হইছ স্ফীত উদিলে গগনে পূর্ণ ইন্দু।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(৫)

শব্দে ব্রহ্ম প্রথম ব্যক্ত, করিছে প্রকাশ পুণ্য শাস্ত্র ;
তারি প্রতিধ্বনি করে কি ধ্বনিত তোমার মন্দ্র দিবসরাত্র ?
ত্যজিয়া তোমার মহান মূর্ত্তি চাহে না নয়ন অন্য দৃষ্টি ;
নমিছে কেবল তাহার চরণে যাঁহার ইচ্ছায় তোমার সৃষ্টি।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

মা

(ম, উ, অ—ম্ব, মা)*

প্রণবের রূপে' মাতা কর অবস্থিতি,
ব্রহ্ম পরা শক্তি,—সেই পরমা প্রকৃতি ;—
হৈমবতী উমা, তিনি, ভগবতী মায়া,
বিশেষণে ব্যক্ত তাহে, অরূপের ছায়া।
সেই ছবি করে দূর মোহ, সবাকার,
সম্পা আলো নাশে যথা, মেঘের আঁধার।
চতুর্ম্মুখ ভক্তি ভরে করেন প্রণতি ;—
"মাত্রাত্মিকা" রূপে মাতা তোমার বসতি।
"অনুচার্য্য অর্দ্ধমাত্রা" তাহে অবসান,
তত্ত্বমসি "মহাবিদ্যা" করে তব ধ্যান।
সকলি, তোমার শক্তি করিছে ধারণ
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের তুমিই কারণ
মহামেধা, মহাস্মৃতি, পরমা ঈশ্বরী
তোমার চরণে মাতা নমস্কার করি।

* ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু গীতার বিজয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন ;—যেমন অ, উ, ম, হইতে পাওয়া যায় ওঁ ; তেমনি ম, উ, অ, হইতে পাওয়া যায় 'ম্ব', বা, মা। অর্থাৎ যেমন স্বরের পূর্ণ বিকাশ হইতে পূর্ণ বিরাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় ওঁ, তেমনি স্বরের বিরাম অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় পাওয়া যায় মা। প্রণবের দুই প্রধান রূপ ওঁ এবং মা। ওঁ ব্রহ্ম বাচক, আর মা, ব্রহ্মের পরা শক্তি মায়া বাচক।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে

১

বাণী-বন্দনা

(আজি), এসেছি, আজি মিলেছি আজি এসেছি মিলেছি,
মাগো ! তব যতেক সন্তান ;
(আজি), মোদের যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমারে করিতে সব দান ।

(আজি), তুলিয়া হৃদয় হ'তে ভকতি কুসুম ভার,
মালিকা তোমার পদে দিব মাতা উপহার ।
তোমার চরণ ধরি, সকলে অঞ্জলি করি,
কর মাগো আশীষ প্রদান ।
(আজি), হৃদয়ের সব আশা, জীবনের সব তৃষা
করিতেছে তোমার সন্ধান ।

ঐ ভেসে আসে চিরাদৃত দরশন-সৌরভ,
ভেসে আসে উজ্জ্বল কবিকুল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি ইতিহাস ঋজুভাষী,
ভেসে আসে নবীন বিজ্ঞান ।
(আজি), বিজয় চাঁদের আলো হরের প্রসাদ ভাল,
এ মিলন স্বরগ সমান ।

(আজি), সকল সেবক মিলে তোমায় পূজিতে চায়,
তোমার চরণ ধূলি ললাটে মাখিতে চায়,
তোমার আসন তলে শরণ লভিবে বলে,
করিয়াছে জীবনের ধ্যান।
(আজি), সব ভাষা সব বাক্ তোমার মহিমা গা'ক্,
হোক সেই—চির বর্দ্ধমান।

(বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে গীত)

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে

২

যশোহর গৌরব

যশোর আমার, যশোর আমার, জন্মিল যেথায় সাহিত্য-বীর,
যাহার জন্য তীর্থ হইল, বঙ্গে কপোতাক্ষ তীর ;
কাব্যে সৃজিল যে মধু-চক্র, সে বরপুত্র ভারতীর,
গৌড় বৃন্দ, চির আনন্দে করিছে পান সুধার ক্ষীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

যশোর আমার, যশোর আমার, মিলিত কণ্ঠে কৃষক বীর,
দেশের মুক্তি করিল পণ, অচল অটল ভক্ত স্থির ;
নীলের দুর্গ হইল ধ্বংস, ঘুচিল শঙ্কা কৃষক স্ত্রীর,
আবার ঢালিল বিমল শান্তি শ্যামল ক্ষেত্রে কর্ম্মবীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

যশোর আমার, যশোর আমার, ভূষিল যাহার যমুনা তীর,*
বাণীর বরেতে, আছিল যাহার, অধরে হাস্য, নয়নে নীর ;
দর্পণে নেহারি করুণ চিত্র, আর্ত্ত প্রজা-মণ্ডলীর,
দীনবন্ধু করিল দূর, তাদের দুঃখ সুগভীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

---

* পিতৃদেবের জন্মভূমি যমুনা বেষ্টিত "চৌবেড়িয়া" পূর্ব্বে নদীয়ায়, এক্ষণে যশোহরের অন্তর্গত।

যশোর আমার, যশোর আমার, ছন্দে ঢপ বল্লরীর,
কিন্নর মধু করিল গান, শ্যাম রঙ্গ কাহিনীর ;
ছায়ায় যাহার, শিশিরে সিক্ত, অমৃত শান্ত লেখনীর
অমিয় নিমাই চরিত পুণ্য, আনিছে নয়নে অশ্রুনীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

যশোর আমার, যশোর আমার, তারক শুভ্র মরীচির,
স্বর্ণলতায়, করিল জড়িত, চিত্র বঙ্গ-রমণীর ;
জীবনে দেখাল মহিলা মান, যশোর পল্লী-কামিনীর
কাব্য কুসুম, অঞ্জলি করি, চরণে সরোজ বাসিনীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

যশোর আমার, যশোর আমার, আজি গো তোমার উচ্চশির,
বিনয় নম্রে করিছে স্পর্শ, পদারবিন্দ ভারতীর,
জ্ঞান ধর্ম্মে, সাহিত্য ক্ষেত্রে শীর্ষে যাহারা বাঙ্গালীর,
তাদের মিলনে ধন্য হইল, পুণ্য ভাগ্য নগরীর।
বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা নীর।

(যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে গীত)

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে

ভারতী চরণে

পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্রে, আসিয়াছে আজি সব ভ্রাতা,
আশীষ করিতে স্নেহের পুত্রে, সাদরে ডাকিছে ভারতী মাতা ;
ভক্তি অর্ঘ্য করিয়া দান,
জননী চরণ করিব ধ্যান।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি, বিদ্যাদাত্রি !

সাহিত্য সাধনে লভিতে সিদ্ধি, আশ্রয় কেবল সনাতন সত্য,
অর্চ্চিত হইলে দর্শন শাস্ত্র, ভাতিবে হৃদয়ে পরম তত্ত্ব ;
মোহের শাসন নাশিবে নিত্য,
দিব্য দর্শন, পুণ্য সাহিত্য।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে ;
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী
জয় মা ভারতি বিদ্যাদাত্রি !

যুক্তির দণ্ড, অমোঘ যন্ত্র, মন্থন করিতে বিজ্ঞান-সিন্ধু ;
প্রত্ন তত্ত্বে, ইতিহাস ক্ষেত্রে, ভীষণ শত্রু কৈতব বিন্দু ;
জ্ঞানের সাত্ত্বিক আলোক রাশি,
রহিবে দীপ্ত, তিমির নাশি।

সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে।
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি বিদ্যাদাত্রি!
শ্বেত চরণ পরশি মস্তে, সাদর যত্নে অর্পিব ভক্তি,
করুণা নেত্রে সেবক বৃন্দে, চাহ মা আশু সরস্বতি।
ভ্রাতৃ স্নেহের পূর্ণ ইন্দু,
করিছে স্ফীত হৃদয় সিন্ধু।
সাজ সাজ সকলে শুভ সাজে,
শুন মধুর স্বননে বীণা বাজে;
নমিছে চরণে যতেক যাত্রী,
জয় মা ভারতি বিদ্যাদাত্রি!

(বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনে গীত)

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে

৪

ভাষা জননী

(কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, এম্-এ পরীক্ষায় বঙ্গ ভাষা নির্ব্বাচন
উপলক্ষে। হাওড়া সম্মিলনের জন্য।)

ভাষা আমার! অতীত গর্ব্বে, রয়েছ উচ্চ করিয়া শির;
যাহার অঙ্গ করিছে দীপ্ত, জ্যোতি কাব্য কাহিনীর,
ধর্ম্ম তত্ত্ব রয়েছে ব্যক্ত, গাথায় ভক্ত মণ্ডলীর,
বাণীর পূজায় তাহার অর্ঘ্য দেব আশুতোষ করিল স্থির।
পাইল সে ভাষা যোগ্য স্থান অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর
মুক্ত হইল রুদ্ধ দ্বার আজি মা অর্দ্ধ শতাব্দীর।

ভাষা আমার! অধুনা যাহার পুণ্য তীর্থে, গোমুখীর,
করিল সাধনা সে রাম মোহন ধর্ম্মে কর্ম্মে তুল্য বীর
রচিল কবিতা গুপ্ত কবীশ লইয়া প্রভা প্রভাতীর,
ভূষিল যাহারে ঈশ্বরচন্দ্র লইয়া রত্ন বারিধির।
পাইল সে ভাষা যোগ্য স্থান অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর,
মুক্ত হইল রুদ্ধ দ্বার আজি মা অর্দ্ধ শতাব্দীর।

ভাষা আমার! প্রতিভা ত্রিবেণী রচিল যাহার প্রয়াগ তীর;
পূজিল ছন্দে সে মধুসূদন চরণ সরোজ বাসিনীর;

সরস হাস্যে দীনবন্ধু মিশাল আবার নয়ন নীর,
মাতৃ মন্ত্র করিল গান দিব্য কণ্ঠে বঙ্কিম বীর।
পাইল সে ভাষা যোগ্য স্থান অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর
মুক্ত হইল রুদ্ধ দ্বার আজি মা অর্দ্ধ শতাব্দীর।

ভাষা আমার! যাহার মহিমা বিশ্ব বীণায় ভারতীর
হইছে ধ্বনিত বিশ্ব মাঝে কিরণে গীত অঞ্জলির,
তনয় যাহার পাইল আদর চিত্তে জগৎ নিবাসীর
রবির কিরণ আদৃত যেমন সকল ক্ষেত্রে পৃথিবীর।
পাইল সে ভাষা যোগ্য স্থান অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর;
মুক্ত হইল রুদ্ধ দ্বার আজি মা অর্দ্ধ শতাব্দীর।

ভাষা আমার! আশা আমার। যাচিব করুণা ঈশ্বরীর,
হউক তোমার পুণ্য আসন শীর্ষে ভাষা মণ্ডলীর;
তোমার চরণ করিব ধ্যান সতত নম্র করিয়া শির;
তুমি মা কেবল দিব্য আলোক! আঁধার কুটীরে বাঙ্গালীর।
পাইল সে ভাষা যোগ্য স্থান অঙ্কে বিশ্ব ভারতীর
মুক্ত হইল রুদ্ধ দ্বার আজি মা অর্দ্ধ শতাব্দীর।

———

পূর্ণিমা মিলনে

রাস

১

হাসিছে প্রকৃতি রাস রঙ্গে,
ঢালে পুলক সকল অঙ্গে ;
ভরল কানন কুসুম গন্ধে, জ্যোছনা সিক্ত সে মধু রজনী।
শোভে গগনে শারদ ইন্দু,
উছলি উঠে সুধার সিন্ধু,
শুভ্র সুষমা ধরিছে বক্ষে কালিন্দী কাল বরণী ।
বেণু বাদন শুনিয়া কুঞ্জে,
আসিছে ধাইয়া পুঞ্জে পুঞ্জে,
গৃহের কার্য্য করিয়া তুচ্ছ, যতেক গোপের রমণী ।
কর্ম্ম তাদের কামনা শূন্য,
কার্য্য-কারণে, অশেষ পুণ্য,
শ্যামের শরণে, পেয়েছে কূল, অকূলে জীবন তরণী ।
বন্দি ললিত পদারবিন্দে,
বাজায়ে বংশী মধুর ছন্দে,
আসিও অন্তে, শ্রীগোবিন্দ ! ত্যজিব এ প্রাণ যখনি ।

দীনধাম, রাসপূর্ণিমা—১৩২২ ।

পূর্ণিমা মিলনে

আবাহন

এস সাহিত্যিক সবে রাস পূর্ণিমায়,
লভিব বিমল সুখ, সেবিয়া তোমায় ;
এমন চাঁদের আলো, ঘুচিবে মনের কালো,
মিলিব প্রাণের হর্ষে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ;
দীনের প্রাঙ্গণ ধন্য মিলন আভায়।

কাত্যায়নী পুণ্যব্রত করিতে যাপন,
ধরিতে প্রাণের হরি ব্রজের রতন,
যমুনার উপকূলে, কদম্ব পাদপ মূলে,
সমর্পিল নারীজাত শ্রেষ্ঠ আভরণ,
শ্যামের চরণ বিনা কিবা প্রয়োজন।

শারদ পূর্ণিমা নিশি, বিমল গগন,
কালিন্দীর কাল জল রজত বরণ,
বাঁশরী মধুর রবে, ডাকিছে গোপিকা সবে
রাসের লীলায় সুখে করিতে নর্ত্তন ;
নিবৃত্তি সায়র নীরে হইতে মগন।

দেখাইল যেই চিত্র ব্রজ গোপিকায়,
ভাসিত হইয়া তার ত্রিদিব প্রভায়,
সাহিত্য সেবকগণ, এস, করি সমর্পণ
জীবন সর্ব্বস্ব ধন, ভারতীর পায় ;
পূর্ণিমা মিলন তিথি অনুকূল তায়।

দীনধাম, রাসপূর্ণিমা—১৩২৩।

পূর্ণিমা মিলনে

ও

নিবেদন

শরতের শশধর হাসিতেছে নীলিমায়,
হৃদয়ের যত তার, সাথে তার মিশে যায়।
সাহিত্য সেবকগণ, সবিনয় নিবেদন,
কর সুখে আলাপন, এ মিলন পূর্ণিমায়,
প্রতিদানে ভালবাসা, ভালবাসা সদা পায়।

আসিয়াছ দীনধামে, সহৃদয় করুণায়,
কেমনে রাখিব মান, হইতেছি নিরুপায়।
বিদুরের ইতিহাসে, ভরসার রেখা আসে,
আয়োজন যদি হীন, তোমাদের তুলনায়,
হৃদয়ের ভালবাসা মাখা, জান আছে তায়।

(দীনধাম, রাস-পূর্ণিমা—১৩২৪)

উত্তর

রামপ্রসাদীসুর

(সভাস্থলে রচিত ও গীত)

[নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিবেদনের উত্তরছলে]

আমরা মিলেছি আজ তোমার ডাকে।
(এমন) পরের ঘরে ঘরের মত
মিলন বল দেখেচ কে।
হো'কনা কেন পৌর্ণমাসী
হো'কনা কেন অমানিশি
(এমন) ললিত চাঁদের ললিত কলা
কত পূর্ণ চাঁদে দেয়গো ঢেকে ॥

কেমনে মান রাখবে তুমি
আকুল প্রাণে ভাব্‌ছ বটে
দীনের মান যে দীনবন্ধু
নিজেই রাখেন সবাই রটে

মান অভিমান গিয়ে ভুলে
হৃদয় তোমার দিলে খুলে—
তাহে—বইছে স্নেহসুধার নদী
তরঙ্গ তার খেল্‌ছে চোকে।

দীন-ধামে এসব দীনে
বরষ বরষ এনো ডেকে
উজল থেকো এ পূর্ণিমার
রজত কিরণ প্রাণে মেখে

শুভার্থিনঃ
বিজয়কৃষ্ণ শর্ম্মণঃ
(বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধিকস্য)

রামমোহন রায়

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয়েছে ধরায়,
ভয়াবহ পরধর্ম্ম করে অভ্যুত্থান,
তখনি পুরুষ এক দিব্য প্রেরণায়—
আবির্ভূত সাধিবারে আদিষ্ট বিধান।
ভাষ্যের প্রভায় শাস্ত্র করি উদ্ভাসিত,
নির্ব্বাণে অভাব হেরি তৃষিত আত্মার,
শঙ্কর শঙ্কর পদ করিয়া আশ্রিত,
পবিত্র সোহং বাক্য করিল প্রচার।
বিদেশী ধর্ম্মের শিক্ষা নহে ত নূতন,
সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ পুণ্য বাংলায়;
উপনিষদের মর্ম্ম করিয়া ঘোষণ,
দেখাইলে তুমি দেব নবীন ভাষায়।
খ্রীষ্টান ধর্ম্মের স্রোত করিতে বারণ,
আবির্ভাব তব বঙ্গে হইল রাজন্!

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবিতার তপোবন করিলে স্থাপন,
কোরক কবিরা যাহে লভিয়া আশ্রয়,
কল্পনা-কুসুম-মালা করিয়া ধারণ,
পূজেছিল শ্বেতভুজা-শ্বেত-পদদ্বয়।
তোমার যতেক শিষ্যে স্নেহ বরষিয়া,
অস্ফুটস্ত প্রতিভার করিতে উন্মেষ
প্রয়াস করিতে সদা, আনন্দিত-হিয়া ;
আছিল তাহারা তব পুত্র-নির্ব্বিশেষ।
রবিশশী ছাত্রদ্বয় অমর প্রভায়
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি করিছে প্রচার ;
বঙ্কিম মণ্ডিত সদা সম্রাট-আভায়,
দয়াসিন্ধু, দীনবন্ধু হাস্য-অবতার।
কাব্যগুরু রূপে তুমি হইলে উদয়,
সাহিত্যের ধর্ম্মক্ষেত্রে আছে শিষ্য দ্বয়।

বিদ্যাসাগর

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-নারায়ণ,
নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্ম করিতে প্রচার
কার্পণ্য-কাতর পার্থে,—অপার্থিব ধন-
দিয়েছিলা উপদেশ কর্ম্মযোগসার ;
মধুর মূরতি তার দেখাতে আবার
ক'রেছিলে তুমি দেব জীবনের ব্রত ;
কর্ম্মে মাত্র ছিল শুধু তব অধিকার,
ফলাফল সমজ্ঞান করিতে সতত।
উপেক্ষি' বিপক্ষদল, সমাজ-তাড়ন,
উপেক্ষি' বিভব-প্রদ রাজার প্রসাদ,
নিজ কর্ত্তব্যের পথে করিলে গমন,
রাখিয়া অপূর্ণ যত জীবনের সাধ।
কর্ত্তব্যের পরানীতি শিখাতে সবায়,
ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্রে প্রেরিল ধরায়।

পিয়ারীচাঁদ

'সাগর' সম্ভূত রত্নে ভূষিত যে বেশ,
হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার,
কল্পনা কাননে তাই করিয়া প্রবেশ,
গাঁথিলে স্বভাবজাত কুসুমের হার ;
জননীর পদাম্বুজে করিলে প্রদান,
'মধুরে মধুর' হ'ল অপূর্ব্ব মিলন ;
হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত-প্রাণ
সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ।
রতন-সম্ভব-বিভা, গন্ধ পরিমল,
একাধারে বিরাজিত, দেখাতে ভাষায়,
তব পরে হ'য়েছিল সাধনা সফল
অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায়।
প্রণমি পিয়ারীচাঁদ বঙ্গের দুলাল !
তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল।

ভূদেবচন্দ্র

প্রবন্ধে বন্ধন করি' পাঠকের মন,
মধুর অমৃত বাণী শুনালে সবায়,—
শুনাত অতীতে যথা ঋষি তপোধন
আশ্রম বালকগণে অমিয় ভাষায়।
করিতে জ্ঞানের জ্যোতি কুটীরে বিস্তার,
আজীবন যেই অর্থ করিলে অর্জ্জন,
নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক দান করিতে প্রচার,
পরহিত ব্রত তাহে করিলে সাধন।
দেবের আকৃতি ধরি' আসিলে ধরায়,
হেরিলে নয়নে সেই প্রশান্ত বয়ান,
নমিতে চরণে শির আপনি লুটায়,
ভক্তির নৈবেদ্য চাহে করিতে প্রদান।
সংসার তোমার ছিল পবিত্র আশ্রম,
জ্ঞান করুণার তুমি আগম নিগম।

কবিত্রয় †

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"—
আদি উদ্দীপনা গীত, কবি **রঙ্গলাল**
শুনাইল কলকণ্ঠে মধুর ভাষায়,
ধ্বনিত হইবে যাহা বঙ্গে চিরকাল।
সেই উদ্দীপনা স্তোত্রে হইয়া অধীর,
বীর ছন্দে **হেমচন্দ্র** উচ্ছ্বসিত-প্রাণ
গাহিল, মরমে পশি স্বদেশ বাসীর,
"আর ঘুমাওনা" সেই মোহনীয় গান।
ভারতীর বরপুত্র **শ্রীমধুসূদন**,
সাজাইতে মাতৃপদ নব সুষমায়,
দেশ দেশান্তর হতে আনিল ভূষণ,
পুলকিত গৌড়জন যাহার প্রভায়।
পবিত্র খিদিরপুর তীর্থ অনুপম
নববঙ্গ কবিতার প্রয়াগ সঙ্গম।

———

† খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে বাৎসরিক উৎসবে পঠিত

মধু মাইকেল

উদিলে আদিত্যরূপে সাহিত্য-আকাশে,
আনন্দিত গৌড়জন নূতন আলোকে ;—
নিশা শেষে পূর্ব্বাশায় ভানুর আভাসে,
পুলকিত হয় যথা জগতের লোকে।
বঙ্গভাষা পুণ্যখনি পূর্ণ মণিজালে,
মায়ের আদেশে তুমি, করিয়া খনন,
বিবিধ রতনরাজি কুড়াইয়া কালে,
তা সবে পূজিলে পুণ্য মায়ের চরণ।
"সেই শ্রেষ্ঠ নরকুলে লোকে যারে নাই
ভুলে"—দিব্য কণ্ঠে যেই গাহিয়াছ গান,
সার্থকতা তার, তোমারি জীবনে পাই,
যদিও ভিক্ষুক বেশে ক'রেছ প্রস্থান।
কৃতঘ্নতা পাশ বাঁধি বাঙ্গালীর গলে
বাঙ্গালা-পঙ্কজ রবি গেলে অস্তাচলে।

———

মেঘনা-দর্শনে *

যেই কালে ধান্যভরা পুণ্য বাঙ্গালায়,
নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ
বুনেছিল নীলক্ষেত্র, বাণিজ্য আশায়,
অনল শিখায় ফেলি' কৃষকের সুখ ;
সেই কালে, একদিন, পড়ে কি গো মনে—
ভীষণ-তরঙ্গ নদ ! উদরে তোমার
গ্রাসিতে আসিয়াছিলে বিকট-বদনে,
দীনের বন্ধুত্ব হেতু জনম যাহার ।
যেই শিশু-করে হবে দুষ্টের দমন,
তাহারে বক্ষেতে ধরে যেই ভাগ্যবান্,
কেমনে নাশিবে তারে আসন্ন শমন,
উপেক্ষিয়া নিয়তির আদিষ্ট বিধান ।
তাই তব জল হ'তে হইল উদ্ধার,
নীলদর্পণের জ্যোতি নাশিতে আঁধার ।

---

* একদিন রাত্রে নীলদর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। হঠাৎ নৌকা জলমগ্ন হইতে লাগিল, তখন সেই আর্দ্র নীলদর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

বাসুদেব পাদপদ্ম করিয়া আশ্রয়,
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
পুরাকালে মহাযজ্ঞ কুন্তীর তনয়
পবিত্র ভারতক্ষেত্রে করে সম্পাদন।
হীনবল এবে সব ভারত-সন্তান,
অতীতের পূতগাথা অলীক স্বপন;—
কিন্তু দেব! বীরতেজে তুমি বলীয়ান্,
পুরাণ কাহিনী পুন ক'রেছ নূতন।
এক হস্তে দিব্যতান বীণার ঝঙ্কার,
অন্য করে শক্তিশেল কঠোর সন্ধান,
দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিলে মহান।
সাহিত্যের রাজসূয় তব অনুষ্ঠান,—
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ সমাধান।

সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ

[১৮৬৫-১৮৭৩]

পুরাকালে পুণ্য 'রোমে' অমরা-জিনিত,
একাসনে ত্রয়াধিপ, করিল শাসন,—
ধরায় ত্রিধারা যথা হইয়া মিলিত,
প্রকৃতির শুভাভীষ্ট করে সম্পাদন ;—
দেখাতে আবার তাই বুঝি মা ভারতী
পবিত্র বঙ্গের ক্ষেত্রে করেছিল দান,
প্রতিভার বরপুত্র তিন মহারথী,
একযোগে সাধিবারে সাহিত্য-কল্যাণ।
মহাকবি মাইকেল পুরুষ বিরাট,
হাস্যসিন্ধু দীনবন্ধু দীনের তারণ,
বঙ্কিম মাধুর্য্যমণি কোরক-সম্রাট,
একাধারে রাজদণ্ড করিল ধারণ।
ধন্য মাতা বঙ্গভাষা বড় ভাগ্য জোর
সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ সিংহাসনে তোর।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্রণাম করিয়া হৃদে, ঋষি দ্বৈপায়ন,
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
বঙ্গজননীর করে করিলে অর্পণ,
অতুল তোমার কীর্ত্তি পবিত্র মহান।
সহজ সরল ভাষা করিয়া আশ্রয়,
সমাজের কথা তুমি করিলে রচিত,
দূর করিবারে যত কুরীতি-নিচয় ;—
হুতুম প্যাঁচার ডাকে সকলে মোহিত।
মহাত্মা 'লঙে'র যবে, নীল প্রেরণায়,
কারাবাস অর্থদণ্ড হইল বিধান,
উদিল করুণারাশি তোমার হিয়ায়,
তখনি সহস্র মুদ্রা করিলে প্রদান।
সত্য "সারস্বতাশ্রম" ত্বদীয় ভবন
বিজয়-গৌরব সদা করিছে বরণ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

নব গীতি-কবিতার উদয় অচলে,
কে তুমি অমর কবি সারদার গানে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চাহ কুতূহলে,
জাগ্রত করিতে সবে সুমধুর তানে।
তোমার বীণার তারে করিয়া স্পন্দন,
তমসা তটিনী রাণী কুলু কুলু স্বনে
জগতের আদি কবি করিল বন্দন,
নিষাদ বধিল ক্রৌঞ্চে, যবে ক্রৌঞ্চী সনে
তব কাব্য-গগনের সমুজ্জ্বল রবি,
আলোকে করিয়া পূর্ণ বিশ্বের বিমান,
দেখাইল অন্তরের চির পুণ্য ছবি,
করিছে জগৎবাসী তাহার সম্মান।
আর প্রিয় শিষ্য তব 'এষার' অক্ষয়,
বিহারী লালের কীর্ত্তি ভুলিবার নয়।

হেমচন্দ্র

'আর ঘুমাওনা' মন্ত্র করি উচ্চারণ,
জাগাইলে তুমি সুপ্ত ভারত-সন্তান ;—
অচল পাষাণ যথা পাইল চেতন,
শুনিয়া প্রাচীন সেই 'অরফিস'-গান।
পরহিতে স্বার্থত্যাগ পবিত্র ভাষায়,
তব মহাকাব্যে দেব করিলে প্রচার,
উদ্ধারিতে স্বর্গচ্যুত দেব-সম্প্রদায়,
দধীচির অস্থিদান সাধনা অপার।
'রে সতি রে সতি' কাঁদাইলে পশুপতি—
বীণাকরে মহাঋষি আনিলে কৈলাস,
দশ মহা-বিদ্যা চিত্রে,—অপূর্ব্ব মূরতি—
আদ্যাশক্তি সতী-লীলা হইল প্রকাশ।
'কবিকুঞ্জ-ধাম' অমর-ভবনে যাহা,
লভ্য হইয়াছে দিব্য প্রতিভায় তাহা।

নবীনচন্দ্র সেন

পুণ্য পূর্ব্বাশার দ্বার করি উদ্‌ঘাটিত,
কনক-কিরণ-পূর্ণ তরুণ তপন,
নবীন আলোকে সবে করে পুলকিত
রজনীর অন্ধকার করিয়া মোচন ;
সেইরূপ একদিন,—শুভদিন গণি—
পবিত্র সাহিত্য-ক্ষেত্র করি উদ্ভাসিত,
পুণ্য চট্টগ্রাম হ'তে, নব দিনমণি
মেঘের আঁধার ভেদি হয় প্রকাশিত।
গুঞ্জরি তরুণ কণ্ঠে, পলাশীর রণ,
দেখাইলে বঙ্গজনে রঙ্গমতী শিলা ;
ত্রিধারায় পূজা করি নর-নারায়ণ,
শিখাইলে শেষতানে অবতার-লীলা।
চারু চট্টগ্রাম ! তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সাহিত্যে, চির নবীন কিরণ।

গিরিশচন্দ্র

'নিমচাঁদ' ভূমিকায় তুমি সুধীজন,
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হ'লে জাগরিত,
দেখিলে জয়ের ধ্বনি কাঁপায়ে পবন,
গৃহ পথ রঙ্গমঞ্চ করে মুখরিত।
প্রয়োগ-বিজ্ঞানে যেই প্রতিভা-উন্মেষ,
নাটকে হইল সে যে পূর্ণ বিকশিত—
ক্ষীতধারা ভাগীরথী পার্ব্বত্যপ্রদেশ,
ত্যজিয়া বিশাল স্রোতে যথা প্রবাহিত।
বাণীর বরেতে তুমি দিব্য তুলিকায়,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করিলে চিত্রিত,—
নানা গন্ধে নানা বর্ণে নানান ধারায়,
কুসুম, কাননে যথা করে সুশোভিত!
রহিবে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় অপার,—
একাধারে হ'লে শ্রেষ্ঠ নট নাট্যকার।

দ্বিজেন্দ্রলাল

(১৩১৯ সালে রাসপূর্ণিমায় দীনধামে পঠিত)

সাত বৎসরের কথা — দোল-পূর্ণিমায়,
সাহিত্যিক বন্ধুগণে হইয়া বেষ্টিত,
মধুময় হাসি গানে, ফাগের খেলায়,
মধুর মিলন তুমি কর প্রতিষ্ঠিত।
ভায়ের স্নেহের যেই মন্দাকিনীধারা,
তব পুণ্য অনুষ্ঠানে ছিল প্রবাহিত,
আজি স্রোতস্বতীরূপে বঙ্গদেশ সারা
ত্রিদিব-কল্লোল তানে করে নিনাদিত।
এমনি চাঁদিনী রাতে, চাঁদের কিরণে,
বাণী-পুত্রগণ-সেবা অতি সুশোভন,—
মৃদঙ্গের সুসঙ্গত তাল-লয় সনে,
সঙ্গীত-গায়ক কণ্ঠে যথা বিমোহন।
ধন্য হ'ক, বঙ্গে তব পবিত্র পার্ব্বণ—
সাহিত্যিক-সেবা ব্রত পূর্ণিমা-মিলন।

বিজয়চন্দ্র

(সাহিত্য-পরিষদে মহারাজাধিরাজ-বৰ্দ্ধমান সম্বৰ্দ্ধনে পঠিত)

সাহিত্যসেবকগণে সুখে সম্ভাষিয়া,
স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গনে তুষিলে রাজন ;
মধুমাসে, মধুভাষে, সকলে মিলিয়া
বাণীর চরণ পূজা করিল সাধন।
সলিল কণায়, যথা হইছে বিম্বিত,
তাহারে বেষ্টিয়া থাকে, যেই দৃশ্য রাশি,—
তোমার আদর মঞ্চে, তেমতি লক্ষিত,
বঙ্গের সকল ক্ষেত্র, সকল নিবাসী।
যেই যজ্ঞ করেছিল পাণ্ডব ভ্রাতায়,
সমাধা করিল তাহা নিঃস্বার্থ হইয়া,
বিজয় যতনে, আর বিজয় প্রভায়,
দূর দূরান্তর হ'তে, ঋত্বিক্ আসিয়া।
সাহিত্যিক রাজসূয়, করি অনুষ্ঠান,
রহিবেক চির ধন্য, পুণ্য বৰ্দ্ধমান।

সাহিত্যিক তীর্থ-যাত্রা *

স্বাগত

স্বাগত দেশের রত্ন!
কি দিব আদর যত্ন,
দীনা হীনা পল্লী আজি, হে সৌম্য ধীমান্!
আসিয়াছ করি মনে
এ সুদূর নিরজনে,—
চমকিত পুলকিত মুগ্ধ, এ পরাণ।
নীল কপোতাক্ষ জলে,
আনন্দ উছলি চলে,
বিটপে বিহগ গাহে সুমধুর গীতি।
নীরবে নির্জ্জন মাঝে
অমিয় বাঁশরী বাজে
মরমে জাগিয়া উঠে সুখময়ী প্রীতি।

* কতিপয় বন্ধুর সহিত মধুসূদনের পৈতৃক ভিটা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে স্বনামধন্যা মহিলা কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসুজায়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া উক্ত কবিতাটি পাঠাইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করেন।

যদিও লাগিছে ব্যথা
বুঝি নিজ অযোগ্যতা,
যদিও সে লাজ ভয় উঠে হিয়া ভ'রে,
তথাপি সান্ত্বনা চিতে—
ভকতে করুণা দিতে,
শ্রীকৃষ্ণ অতিথি হ'ল বিদুরের ঘরে।
সেই কথা মনে জাগে—
হেথা বহু দিন আগে
জন্মিল অমর কবি শ্রীমধুসূদন ;
সে শুভ সৌভাগ্য রেখা
কপালে রয়েছে লেখা,
আর ত' কিছুই নাই,—শুধুই বেদন।

১৪ই কার্ত্তিক }
১৩২২ } সাগরদাঁড়ী

———————

সাহিত্যিক তীর্থ-যাত্রা

বাণীর স্নেহের পাত্রী !
আসিয়াছি তীর্থ যাত্রী ;
পুণ্যে ভরা পল্লী এ যে দেশ-অলঙ্কার
ভারতীর বরপুত্র,
করিয়াছে সুপবিত্র,
তৃণ পত্র ধূলি কণা নয়নে সবার ॥
নীল কপোতাক্ষ নীরে,
কি পবিত্র মধু ক্ষরে ;
মধু বায়ু অবিরাম প্রবাহিত ছন্দে ।
প্রবেশ করিয়া কানে
পরশি মরম স্থানে
করিছে পথিক সবে পূরিত আনন্দে ॥
স্মরিয়া হ'তেছে ব্যথা,
কাঁদাইয়া বঙ্গমাতা,
অকালে গিয়াছে মধু মধুর সদন ।
তথাপি সান্ত্বনা চিতে,
কবিতা কুসুম দিতে,
আছে গৃহে অধিষ্ঠাত্রী দুহিতা রতন ॥

চুম্বি' কপোতাক্ষ-বারি,
"যশোরে সাগরদাঁড়ি"
দাঁড়ায়ে থাকিবে চির কালের সাগরে
এ শুভ সৌভাগ্যহার
ভূষিত কণ্ঠেতে যার,
অমরাবতীর শোভা মর্ত্তে সেই ধরে ॥

রামগোপাল ঘোষ

বহু বরষের কথা—লভিলে জনম,
বাঙ্গালার পুণ্যতীর্থ, ত্রিবেণীর স্থান ;
হ'য়েছিল জীবনের ত্রিবেণী সঙ্গম
সুশিক্ষা, বাণিজ্য, আর সমাজ কল্যাণ।
তব কণ্ঠ, বাগ্মিতার গোমুখী প্রপাত,
করিল জাগ্রত বঙ্গে নিদ্রিত পরাণ,
দূর করিয়াছে কত অশুভ সম্পাত,
রেখেছে অক্ষুণ্ণ এই সমাধি শ্মশান *
ফুটেছিলে দীপ্তিমান্ শুক্র তারা সম,
বাঙ্গালার প্রভাতের নবীন কিরণে ;
শাসন তন্ত্রের, আজি, বিধি অনুপম
আনিছে তোমার নাম সবার স্মরণে।
মনস্বী তেজস্বী বাগ্মী হে রামগোপাল
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি রবে চিরকাল।

---

* ইঁহার বক্তৃতায় নিমতলায় শবদাহ বন্ধ করিবার প্রস্তাবের প্রত্যাহার হয়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিপন্নের পরিত্রাণ করিতে সাধন,
সম্পাদন করিবারে দুষ্কৃতের নাশ,
তোমার মনীষা শক্তি, করিলে চালন,
হয় নাহি ব্যর্থ সেই নিষ্কাম প্রয়াস।
নীলের অনলে, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের,
পরিতপ্ত কৃষকের করুণ বেদন,
নির্ভীক স্বরেতে সাধা তোমার পত্রের *
প্রতি ছত্র, বীরছন্দে করিত জ্ঞাপন।
পূর্ণ না হইতে তব জীবনের কাজ,
না হেরি আপন নেত্রে নীলের দমন,
গেলে চলি, কাঁদাইয়া বঙ্গের সমাজ,
দুঃখনীরে কৃষকেরে করি নিমজ্জন।
নিঃস্বার্থ স্বদেশ হিত, সাধনা তোমার,
পীড়িত প্রজার বন্ধু, পূজিত সবার।

---

* Hindoo Patriot.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সন্তান সবে বুঝিল যে দিন,
সহোদর-সূত্রে তারা রয়েছে বন্ধন,
কেমনে থাকিবে, হ'য়ে একতা-বিহীন,
মিলিয়া সাদরে সবে করে আলিঙ্গন।
নাহি—নদ, নদী, শৈল, ব্যবধান আর,
পরস্পর ভেদজ্ঞান দিল বিসর্জ্জন,
দেশমাতৃকার সেবা ধর্ম্ম সবাকার,
ভারত জাতীয় "সঙ্ঘ" হইল স্থাপন।
মায়ের পবিত্র ডাকে বরষ বরষ,
এক প্রাণে, এক স্থানে করি অধিষ্ঠান,
কর্ত্তব্য পালনে, হৃদি সতত হরষ,
সাধনা করিতে পূর্ণ স্বদেশ কল্যাণ।
সেই যজ্ঞে ছিলে তুমি ঋত্বিক প্রথম,
আজি তাই জাগে, স্মৃতি তব পুণ্যতম।

যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ষোড়শ বরষ গত, বঙ্গ জননীর
করুণ ক্রন্দন যবে উঠিল গগনে,
জাগিল সন্তান সব, প্রতিজ্ঞায় স্থির,
বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারি বদনে।
স্বদেশ সেবায় মত্ত সকল ভবন,
সকলের ব্রত ছিল স্বার্থ পরিত্যাগ,
নির্যাতন হয়েছিল অঙ্গের ভূষণ,
'মায়ের দেওয়া মোটা' বস্ত্রে দিব্য অনুরাগ
পবিত্র মায়ের নাম করাতে শ্রবণ,
প্রভাতে ভ্রমিত পুণ্য গায়কের দল,
করিত সবার কাছে ভিক্ষা নিবেদন,
নিঃস্বার্থে সাধিতে শুধু দেশের মঙ্গল।
শ্রেষ্ঠ হোতা ছিলে, তুমি সেই জাগরণে,
তাই আজি, চিত্ত আনে তোমায় স্মরণে।

স্বরাজ-সঙ্গীত

সোদর আমার, সোদর আমার, মায়ের চরণে সঁপিয়া শির,
ত্যজিয়া রতন, ত্যজিয়া ভূষণ, পরিবে বসন সন্ন্যাসীর।
হরিতে দৈন্য, করিতে ধন্য, পুণ্য জ্যোতি স্বদেশ শ্রীর,
লইবে দীক্ষা, করিবে শিক্ষা, হইয়া অচল অটল স্থির।
ত্যাগের ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ, ডাকিছে উচ্চে গান্ধী বীর,
বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে লভিবে অচিরে স্বরাজ স্থির।

সোদর আমার, সোদর আমার, জ্ঞানের পুণ্যবাহিনীর
অম্বু বিন্দু করিবে পান, সাধিবে শক্তি মনীষীর ;
জ্ঞানের শাস্ত্র আমোঘ অস্ত্র, ভীষণ আহবে ধরিত্রীর,
নিমিষে চূর্ণ, বিভব পূর্ণ হইবে দর্প অরাতির।
ত্যাগের ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ, ডাকিছে উচ্চে গান্ধী বীর,
বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে লভিবে অচিরে স্বরাজ স্থির।

সোদর আমার, সোদর আমার, একই মায়ের স্তন্য ক্ষীর
করিয়া পান দিওনা প্রাণ বিচারতন্ত্রে স্বদেশীর ;
অর্থ ব্যতীত লভিবে শান্তি যুক্তি বাক্যে স্বদেশীর।
পাইবে আবার বিমল তৃপ্তি লইয়া বক্ষে ভ্রাতার শির।
ত্যাগের ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ, ডাকিছে উচ্চে গান্ধী বীর,
বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পাইবে অচিরে স্বরাজ স্থির।

সোদর আমার, সোদর আমার, ভীষণ মদিরা-রাক্ষসীর
কুহক হইতে পাইতে ত্রাণ, করিবে ধ্যান সুনীতির ;
মাতৃদত্ত পণ্যদ্রব্য লইবে আদরে পাতিয়া শির,
ধরিবে হৃদয়ে উচ্চ চিন্তা, ত্যজিবে পন্থা বিলাসীর।
ত্যাগের ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ, ডাকিছে উচ্চে গান্ধী বীর,
বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পাইবে অচিরে স্বরাজ স্থির।

———

ভারত-জননী

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,
আছিল যেদিন ভারত-জননী,
ওঙ্কার রাণী কহিল বাণী,
ভেদি সে শূন্য উঠিল স্বর।

"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি,
তোর কাছে আছি আমি, চিন্তা নাহি,
জননী হীনা কন্যা দীনা,
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর ॥"

লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বত-রাজি,
নেহারি ভারত সম্পদ-সাজি,
ধনাভিলাষী বিদেশ-বাসী,
বাহিয়া সিন্ধু, পাতিল কর।

"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি,
তোর কাছে আছি আমি, চিন্তা নাহি"
কহিল বাণী শোভার রাণী,—
"পূর্ণ যে ঝাঁপি, পূর্ণ যে ঘর ॥"

সে ধ্বনি উঠিয়া করুণচ্ছন্দে,
বিধাতৃ-চরণ প্রণমি বন্দে,
চরণাঘাতে ধ্বনিল বাতে
ভারত ধন্য সে অবনী'পর।

উজ্জ্বল দীপ, নাহি অন্ধকার,
বিতরিছ বিশ্বে অন্ন-ভার,
ভারত জননী ভারত জননী
লভিয়াছ ভাগ্যে দুর্ল্লভ বর॥

বঙ্গ-বাহিনী *

ধাইছে যাহারা অভয় চিত্তে বঙ্গবাহিনী করিতে সৃষ্টি,
মস্তে তাদের স্বর্গ হইতে করিছে দেবতা পুষ্পবৃষ্টি ;
করিল তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
ত্যজিল স্নিগ্ধ শান্তি ছায়া।
ধাইছে তাহারা সমর রঙ্গে,
করিতে তীর্থ মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ খণ্ডি'
আপন পুত্রে মা রণচণ্ডী।
সকল কণ্ঠে ধ্বনিত পূর্ব্বে,—'ধন্য প্রতাপাদিত্য বীর',
বীরের ধর্ম্মে লইছে দীক্ষা, নমিয়া তাঁহার চরণে শির ;
বন্দিছে সকলে ভক্তি সঙ্গে,
বীর বরণীয় জননী বঙ্গে।
ধাইছে তাহারা সমর রঙ্গে,
করিতে তীর্থ মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ খণ্ডি'
আপন পুত্রে মা রণচণ্ডী।

---

* জার্ম্মান যুদ্ধে "Bengal Regiment গঠন উপলক্ষে।

মুগ্ধ হইয়া বৃটনবাসী দেখিবে যখন আপন নেত্রে,
বঙ্গ বীরের বুদ্ধি শৌর্য্য, কম্পিত করে সমর ক্ষেত্রে,
রাখিতে তখন মানীর মান
উচ্চ অয়ন করিবে দান।
ধাইছে তাহারা সমর রঙ্গে,
করিতে তীর্থ মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ খণ্ডি'
আপন পুত্রে মা রণচণ্ডী।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদি, যতেক মুগ্ধ স্বদেশবাসী,
অন্তর মধ্যে করুণ কণ্ঠে যাচিছে নিত্য মঙ্গল রাশি ;
জিনিয়া সমরে অরাতিপুঞ্জে
আসিবে আবার স্নেহের কুঞ্জে।
ধাইছে তাহারা সমর রঙ্গে,
করিতে তীর্থ মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ খণ্ডি'
আপন পুত্রে মা রণচণ্ডী।

নদীয়া-কাহিনী

নদীয়া আমার ! নদীয়া আমার ! জ্ঞানতীর্থ ভারতীর,—
যাহার অঙ্গ করিছে ধন্য, সলিল পুণ্য জাহ্নবীর,
উদিল যথায় ন্যায়ের শাস্ত্র, হরিয়া দর্প মৈথিলীর,
রঘুর মনীষা সৃজিল বিধান হিন্দু ধর্ম্মপদ্ধতির ।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে, কম্পিত করি পবন ধীর,
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির ।

নদীয়া আমার ! নদীয়া আমার ! যথায় নিমাই সন্ন্যাসীর
কণ্ঠে উঠিত মধুর নাম, নয়নে ঝরিত প্রেম নীর ;
আপন রক্তে ঠাকুর নিতাই করিল মুক্তি পাতকীর,
পাইল ত্রাণ জগাই মাধাই, অসুর যাহারা দুর্নীতির ।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে, কম্পিত করি পবন ধীর,
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির ।

নদীয়া আমার ! নদীয়া আমার ! যথায় বঙ্গ নিবাসীর
মধুর ভাষায়, কীর্ত্তিবাস রচিল, কীর্ত্তি বাল্মীকির ;
অমৃত চরিতে, মধুর গীতে যতেক ভক্তমণ্ডলীর
রয়েছে ব্যক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব, গৌর-কৃষ্ণ-কাহিনীর ।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে কম্পিত করি পবন ধীর,
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির ।

নদীয়া আমার ! নদীয়া আমার ! যথায় করুণা ঈশ্বরীর
করিল সিক্ত, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতির ;

সভায় যাহার, সতত দীপ্ত হইত জ্যোতি মনীষীর,
মায়ের মঙ্গল করিল গান রায় গুণাকর সাহিত্যবীর।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে কম্পিত করি পবন ধীর
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির।

নদীয়া আমার! নদীয়া আমার! কাঙ্গালহরি ব্রাহ্ম বীর, *
ভিন্ন পথে, করিল সাধনা, পরম পদে নমিয়া শির;
করিল রোদন দীনবন্ধু, লইয়া দর্পণ স্বভাব শ্রীর, †
ফুটাল আবার হাসির উৎস, বিরস চিত্তে স্বদেশীর।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে, কম্পিত করি পবন ধীর
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির।

নদীয়া আমার! নদীয়া আমার! যথায় দেশ-প্রস্থতির,
গাহিল মহিমা "দ্বিজ-ইন্দ্র" লইয়া বীণা ভারতীর,
"বটচ্ছায়ে" কুটীর ক্ষুদ্র আছিল, তীরে জালিঙ্গীর
ধন্য হইনু হেরিয়া তথায়, প্রথম রশ্মি পৃথিবীর।
আজিও যথায় ললিত ছন্দে, কম্পিত করি পবন ধীর
ভক্ত কর্ণ পুলক পূর্ণ করিছে সে নাম শ্রীহরির।

---

* রামতনু লাহিড়ী।

† খড়িয়ার তীরে ষষ্ঠীতলার বাটীতে পিতৃদেবের "নীলদর্পণ" "নবীন তপস্বিনী" প্রভৃতি রচিত হয়, সেই কুটীরে ১৮৬৫ সালে লেখকের জন্ম হয়। পিতৃদেবের জন্মভূমি "চৌবেড়িয়া" পূর্ব্বে নদীয়ার অন্তর্গত ছিল, এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "দীনবন্ধুর" নাম নদীয়ায় গৌরবের স্থল।

সতীর্থ-সঙ্গম

আজি গো তোমার চরণে জননি ভক্তি প্রণাম করিব দান,
গাহিব তোমার করুণা কাহিনী, মিলিত কণ্ঠে ধরিয়া তান ;
জীবন সংগ্রামে বরষ বাহি, তোমার শরণ হৃদয়ে চাহি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি, জননি ! তোমার তরেতে সঁপিব প্রাণ ;
জ্ঞান জননি ! এসেছি সকলে ভক্তি প্রণাম করিতে দান,
তোমার কৃপায় যাহারা জীবনে লভিল শিক্ষা লভিল জ্ঞান ।

জননি তোমার যতনে ফুটিয়া কতই কোরক কতই মূল
ফুল্ল কুসুমে হইয়া বিকাশ গন্ধে ভরিল সকল কুল,
সহিল হরষে কতই দুঃখ, উজ্জ্বল করিতে তোমার মুখ,
তোমার সমীপে এসেছি জননি লভিতে তোমার আশীষ দান ;
জ্ঞান জননি ! এসেছি সকলে ভক্তি প্রণাম করিতে দান,
তোমার কৃপায় যাহারা জীবনে লভিল শিক্ষা লভিল জ্ঞান ।

---

* এই গান আমাদের কলেজের (Scottish Churches College) অতীত ছাত্রদের সম্মিলনের দিনে গীত হয়। বিলাতে প্রায় সকল বিদ্যালয়ে একটা ক'রে স্কুল বা কলেজ গান আছে, যে গান সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শুভদিনে বা সম্মিলনের দিনে গান করে ; যে গান গাহিলে বা শুনিলে ছাত্রেরা পরজীবনে সুখময় অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া পুলকিত হয় এবং যাহা দ্বারা তাহাদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি হয়। আমাদের মনে হয় যে উল্লিখিত গানটি আমাদের কলেজের ঐ প্রকার বিশেষ গান (College Song) হইবার জন্য উচ্চ আশা করিতে পারে। (সহঃ সঃ College Magazine).

স্মরিয়া হৃদয়ে লাগিছে ব্যথা, অকালে কৃতান্ত করিল গ্রাস
জননি তোমার কতই পুত্রে, সাধনা তাদের হইল নাশ,
সকলে মিলিয়া তাদের লাগি, বিধাতৃচরণে প্রণাম মাগি,
করুক তাহারা তোমার কার্য্য লভিয়া স্বরগে অক্ষয় স্থান।
জ্ঞান জননি! এসেছি সকলে ভক্তি প্রণাম করিতে দান,
তোমার কৃপায় যাহারা জীবনে লভিল শিক্ষা লভিল জ্ঞান।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় করিব মিলন, ক্ষুদ্র মহৎ না করি' বোধ,
হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ের ক্ষোভ ক্ষণেকের তরে করিব রোধ;
নবীন প্রবীণ উভয়ে সাজি, মায়ের মন্দিরে মিলেছি আজি,
শিশুর মতন সরল প্রাণে মায়ের অমৃত করিতে পান।
জ্ঞান জননি! এসেছি সকলে ভক্তি প্রণাম করিতে দান,
তোমার কৃপায় যাহারা জীবনে লভিল শিক্ষা লভিল জ্ঞান।



স্বাগত সম্ভাষণ *

মায়ের চরণে প্রণত মস্তে ভক্তি-অর্ঘ্য করিয়া দান,
মাতৃযজ্ঞ করিতে পূর্ণ যাঁহারা সতত হৃদয়ে চান।
তাঁদের পাইয়া আমরা ধন্য, চাহি না আমরা করুণা অন্য;
স্বাগত সুজন, সাহিত্যকুঞ্জে—সাহিত্য-সেবীর তীর্থস্থান।
যেখানে প্রথম দিব্য কণ্ঠে চণ্ডীদাস গাহিল গান,
এখন বাজায় বিশ্ব-বীণায় রবীন্দ্রনাথ মধুর তান।

জাতীয় সাহিত্য করিছে শোভিত, জাতীয় গরিমা, জাতীয় মান,
তাহার সাধনা হউক সতত মোদের ধর্ম্ম মোদের ধ্যান,
করিব সকলে জীবন পণ, করিবে আশীষ দেবতাগণ,
এস হে সুজন, সাহিত্যকুঞ্জে—সাহিত্য-সেবীর তীর্থস্থান।
যেখানে প্রথম দিব্য কণ্ঠে চণ্ডীদাস গাহিল গান,
এখন বাজায় বিশ্ব-বীণায় রবীন্দ্রনাথ মধুর তান।

সাহিত্য-আলোকে হ'য়েছে মুক্ত, পীড়নে যাদের কাতর প্রাণ,
'দাসত্ব মোচন.' 'নীলের ধ্বংস' করিছে তাহার সাক্ষ্য দান,
সাহিত্য-শক্তি তুলনা-শূন্য, সাহিত্য সাধিছে কর্ম্ম পুণ্য;
এস হে সুজন, সাহিত্যকুঞ্জে—সাহিত্য-সেবীর তীর্থস্থান।
যেখানে প্রথম দিব্য কণ্ঠে চণ্ডীদাস গাহিল গান,
এখন বাজায় বিশ্ব-বীণায় রবীন্দ্রনাথ মধুর তান।

---

* কলিকাতায় সমাগত কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সম্ভাষণ।

নাহিক অর্থ, নাহিক শক্তি, রাখিতে তোমার যোগ্য মান,
আছে গো কেবল স্নেহের ধারা, তাহাই করির সাদরে দান ;
ভাই ভাই মিলি, হৃদয় খুলি, সরল প্রাণে করি কোলাকুলি ;
স্বাগত সুজন, সাহিত্যকুঞ্জে—সাহিত্য-সেবীর তীর্থস্থান ।
যেখানে প্রথম দিব্য কণ্ঠে চণ্ডীদাস গাহিল গান,
এখন বাজায় বিশ্ব-বীণায় রবীন্দ্রনাথ মধুর তান ।



বঙ্গ-উড়িষ্যা।

(সমগ্র উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত)

(১)

বঙ্গ উড়িষ্যা দুইটি ভগিনী সতত বদ্ধ একতাসূত্রে,
সাদরে অঙ্গে লইছে সদাই উৎকল জননী বঙ্গপুত্রে ;
পুরুষোত্তম জগন্নাথে, করিতে পূজা ভক্তি সাথে
আসিছে যাত্রী নাহিক সংখ্যা, ভরিয়া পুণ্য তীর্থস্থান।
উৎকলে আমার প্রেমের নিমাই সিন্ধু সলিলে ত্যজিল প্রাণ,
বঙ্গ হইতে তাহাকে আমরা কেমনে করিব ভিন্ন জ্ঞান।

(২)

তুষিতে ভক্তে ভক্তাধীন হর্ষে ধাইল তাহার পিছে,
সাক্ষ্য দিতেছে সাক্ষীগোপাল, দেখি যে চক্ষে নহে ত মিছে;
কণ্ঠে লইয়া মধুর ছন্দে, যাঁহারে হিন্দু নিত্য বন্দে
সেই সে সবিতা পূজার জন্য, "কোন অর্ক" বিদ্যমান।
উৎকলে আমার প্রেমের নিমাই সিন্ধু সলিলে ত্যজিল প্রাণ,
বঙ্গ হইতে তাহাকে আমরা কেমনে করিব ভিন্ন জ্ঞান।

(৩)

মিটাতে প্রাণের ধর্ম্মবৃত্তি বিবিধ মন্দির হয়েছে সৃষ্টি,
ভুবনঈশ্বরে, দেবতাবৃন্দে, তৃষিত নয়ন করিবে দৃষ্টি,
এখন যাহার উদয়গিরি, এখন যাহার খণ্ডগিরি
করেছ গ্রহণ সকল চিত্তে শিল্পকলায় উচ্চ স্থান।
উৎকলে আমার প্রেমের নিমাই সিন্ধু সলিলে ত্যজিল প্রাণ,
বঙ্গ হইতে তাহাকে আমরা কেমনে করিব ভিন্ন জ্ঞান।

(৪)

এনেছ হেথায় দীনবন্ধু! তোমার অজানা মধুর টানে
রাখিও শরণে দীনজনে, তোমারি চরণ তাহারা জানে
বাঙ্গালী উড়িয়া উভয় ভাই, থাকিব মিলিয়া একই ঠাঁই
হইয়া সকলে কামনা শূন্য করিব কেবল স্নেহের দান।
উৎকলে আমার প্রেমের নিমাই সিন্ধু সলিলে ত্যজিল প্রাণ,
বঙ্গ হইতে তাহাকে আমরা কেমনে করিব ভিন্ন জ্ঞান।

গোধেনু।

(মহাকালী গোরক্ষিণী সভায় গীত)

কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম যাদের, আর্ত্তে করিতে ত্রাণ,
পশুর দুঃখ, আপন দুঃখ, করেনা ভিন্ন জ্ঞান,
হইয়া মিলিত করিছে চেষ্টা ভক্তি যত্ন ভরে,
যাদের দুগ্ধে পালিত আমরা, তাদের হিতের তরে।

গোপাল সহিত ব্রজের গোপাল খেলিত বিবিধ রঙ্গে,
গোকুলে গোকুল করিত আদর, রাখাল বালক সঙ্গে,
করিত ধ্বনিত কানন গোষ্ঠ, বেণুর মধুর স্বরে,
যাদের দুগ্ধে পালিত আমরা, তাদের হিতের তরে।

পরের জন্য আপন স্তন্য জগতে যাহার দান,
"ভগবতী" নামে তাহারে হিন্দু করিছে জননী জ্ঞান;
আনিত আহার মুনির তনয়া, আপন অঞ্চল ভরে,
যাদের দুগ্ধে পালিত আমরা, তাদের হিতের তরে।

ধেনুর হিতে দেশের হিত;—তাহাতে নাহিক ভুল
হৃদয় ভিতরে অমোঘ কণ্ঠে, কহিছে হিতের মূল।
করিবে পণ হিয়ার মাঝে, দেবতা সাক্ষ্য করে
যাদের দুগ্ধে পালিত আমরা, তাদের হিতের তরে।

বন্দে বঙ্কিমং

(কাঁটালপাড়ায় গীত)

বন্দে বঙ্কিমং।
সুকামং সুঠামং কাঞ্চনবর্ণাভং
পূর্ণপ্রতিভং বঙ্কিমং।
দিব্য-প্রেরণা-পুলকিত-জীবনং
চিত্ত-বিভাসিত- নন্দন-কিরণং
সুনায়কং নরকুল-তিলকং
ধর্ম্ম-প্রচারকং বঙ্কিমং।
দেবোপম কণ্ঠে মুখরিত মাতৃকা মন্ত্র !
দেবোপম ভুজে ধৃত বাণীবীণাযন্ত্র !
বন্দিছে তোমায় সকলে।
কবিকুলভূষণং নমামি সুজনং
সুধীজনপূজনং বঙ্কিমং।
দেশ বিদ্যা—দেশ ধর্ম্ম
দেশ হৃদি—দেশ মর্ম্ম
দেশ হি প্রাণাঃ শরীরে ;
বাহুতে দেশ মা শক্তি, হৃদয়ে দেশ মা ভক্তি-
ঋষির পবিত্র মন্ত্র জপিব অন্তরে।

"দেশ হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা-কমল-দল-বিহারিণী
বাণীবিদ্যাদায়িনী"—
ত্বয়েতি দৃষ্টং
নমামি ত্বাং নমামি সুকামং
সুঠামং বরেণ্যং বঙ্কিমং
সম্রাজং পালকং সাধকং
সুকেশং সুবেশং বঙ্কিমং।

শিশিরকুমার

(বাৎসরিক স্মৃতিসভায় গীত)

অমৃত আধার পত্রিকা তোমার।
হইল প্রচার দশের তরে॥
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন।
করিলে সাধন জীবন ভ'রে॥
অমিয় নিমাই চরিত সদাই।
পড়িবে সবাই আঁখির জলে॥
গৌরাঙ্গ চরণ করিয়া বন্দন।
লভিলে আসন অমর দলে॥
স্মরণ স্থাপন কিসের কারণ।
অন্তরে স্মরণ করিছে সবে॥
ধন্য সেই জন যারে অনুক্ষণ।
ভাবে সর্ব্ব জন নশ্বর ভবে॥

দ্বিজেন্দ্রলাল

১

(টাউনহলে স্মৃতিসভায় গীত)

বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, ধাত্রী তোমার, তোমার দেশ,
হেরিয়া তোমার মুদিত নয়ন, হেরিয়া তোমার স্থির কেশ,
হেরিয়া তোমার ধূলায় শয়ন, হেরিয়া তোমার অন্তিম বেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে কাঁদে উচ্চে,—নাহিক শেষ।
কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য-কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র!" গাবে যথন কালের শেষ।

একদা যাহার সরস কণ্ঠ হাসায়ে বাংলা করিল জয়,
একদা যাহার দীপক-গীত ছায়িল ভারত অম্বরময়,
ছন্দ যাহার ভাষার অঙ্গে পরাল কতই নবীন বেশ,
তার কিনা আজি ধূলায় শয়ন, তার কিনা আজি হইল শেষ।
কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য-কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র!" গাবে যথন কালের শেষ!

গাহিল যে জন মুরজমন্দ্রে, কবিতাকুঞ্জে মধুর তান,
চিত্র করিল প্রতাপ ও শক্ত, দুর্গাদাস রাঠোর মান;
দেখাল যতেক মোগল সিংহ, গাহিল দিব্য মেবার শেষ;
ধন্য আমরা পাইয়া তাহায়—ধন্য তাহার পুণ্য দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য-কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র!" গাবে যথন কালের শেষ!

লইল যাহারে শ্বেতবসনা, মুক্ত করিয়া স্বর্গদ্বার,
আজি গো কতই ক্ষুদ্র মহৎ, ভক্তি প্রণত চরণে যার,
সাহিত্য অপার কীর্ত্তি ঘোষিল, পরায়ে যাহারে অমর বেশ,
অকাল মৃত্যু গ্রাসিল তাহারে নাহিক হৃদয়ে দয়ার লেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য-কীর্ত্তি দ্বিজ ইন্দ্র!" গাবে যখন কালের শেষ!

যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, তোমারি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর;
আমরা পূজিব প্রতিমা তোমার—মানুষ আমরা, নহিত মেষ,
জ্যোতি তোমার, ধর্ম্ম তোমার, সাধনা তোমার, ব্যাপিবে দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য-কীর্ত্তি দ্বিজ-ইন্দ্র!" গাবে যখন কালের শেষ!

দ্বিজেন্দ্রলাল

(সালিখা পূর্ণিমা মিলনে গীত)

সোদর আমার, সোদর আমার, আজি এ পুণ্য সমিতির
মিলনক্ষেত্রে, আসিছে নেত্রে, জ্যোতি তোমার দিব্য শ্রীর,
আমোদ হর্ষ করিতে বৃদ্ধি, নূতন পর্ব্ব করিলে স্থির,
করিলে মিলন পূর্ণিমায়, লইয়া সেবকে ভারতীর।
মিলন 'মলিন,' বিহনে তোমার, ঝরিছে নয়নে অশ্রুনীর,
কাঁদিছে উচ্চে মিলিত কণ্ঠ, সপ্তকোটি স্বদেশীর।

সোদর আমার, সোদর আমার, কীর্ত্তি বঙ্গ-জননীর,
শুনালে প্রথমে মিলন-দিবসে, হইল উচ্চ নম্র শির,
ছুটিল নাচিয়া তড়িৎ প্রবাহ, উষ্ণ রক্ত ধমনীর,
হৃদয় ভিতরে যাইল গলিয়া, তুষার দৈন্য-হিমানীর।
মিলন 'মলিন,' বিহনে তোমার, ঝরিছে নয়নে অশ্রুনীর,
কাঁদিছে উচ্চে মিলিত কণ্ঠ, সপ্তকোটি স্বদেশীর।

সোদর আমার, সোদর আমার, মহিমা পুণ্য জাহ্নবীর,
শেষ মন্ত্রে করিলে গান, লইয়া ছন্দ বাহিনীর,
চাহিলে স্বপ্তি চাহিলে শান্তি চরণে ত্রিতাপহারিণীর;
মুগ্ধ নেত্রে দেখিল সকলে, ত্রিদিব কান্তি মনীষীর।
মিলন 'মলিন', বিহনে তোমার, ঝরিছে নয়নে অশ্রুনীর,
কাঁদিছে উচ্চে মিলিত কণ্ঠ, সপ্তকোটি স্বদেশীর।

সোদর আমার, সোদর আমার, করুণা করুণা-দায়িনীর,
অচিরে বাসনা করিল পূর্ণ লইয়া তনয়ে আপন তীর,
উঠিল স্বর্গে বিপুল হর্ষ, বাজিল বীণা ভারতীর,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র ঢাকিল তিমির যামিনীর।
মিলন 'মলিন,' বিহনে তোমার, ঝরিছে নয়নে অশ্রুনীর,
কাঁদিছে উচ্চে মিলিত কণ্ঠ, সপ্তকোটি স্বদেশীর।

স্যার জগদীশচন্দ্র

(ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে গীত)

আজি গো সকল অধরপ্রান্তে খেলিছে হাসির ধারা,
সাদরে তোমায় করিছে বরণ পুণ্য বঙ্গ সারা ;
মুগ্ধ করিয়া সবার প্রাণ কহিছে বিজ্ঞান-বাণী
তোমার প্রতিভা খানি, ধীমান ! তোমার মনীষা খানি ।

সুদূর হইতে বিজয় বারতা ঘোষিলে মধুর ভাষে,
হরষ সলিল সবার নয়নে আপনি ভাসিয়া আসে ;
চাহিলে পূজিতে ভকতি কুসুমে, ভরিয়া যুগল পাণি
তোমার প্রতিভা খানি, ধীমান ! তোমার মনীষা খানি ।

আছিল নিহিত পুরাণ কাহিনী কবিতা কুসুম মাঝে,
মন্ত্র তোমার ভূষিল তাহায় বিজ্ঞান সুলভ সাজে ;
আশীষ বচনে করিছে ধন্য, শ্বেতবরণা রাণী
তোমার প্রতিভা খানি, ধীমান ! তোমার মনীষা খানি ।

সৃষ্টি তোমায় করিল নূতন অতীত গৌরব রাশি,
ধ্বনিত হইল সকল গগনে পূরব জ্ঞানের বাঁশী ;
দেবতা যতেক শোভিত করিছে অমর আলোক দানি'
তোমার প্রতিভা খানি, ধীমান ! তোমার মনীষা খানি ।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র

(সুহৃদ-সূর্য্যোদয়-সাহিত্য-সমিতিতে-গীত)

পুণ্য কুটীরে, তাপস পুণ্য জ্ঞানের পুণ্য ধারা,
জ্ঞানের জন্য করিত প্রদান, আপন জীবন সারা ;
অতীত চিত্র, সবার মানসে স্বতই দিতেছে আনি,
তোমার বদন খানি, ধীমান ! প্রফুল্ল বদন খানি ।

বাহিরে শুধুই গৃহীর আকার, ভিতরে ঋষির সাজ,
সঁপেছ জীবন, সাধিতে কেবল দেশের বিবিধ কাজ ;
সমান আদর করিয়া সকলে, কহিছে মধুর বাণী,
তোমার বদন খানি ধীমান ! প্রফুল্ল বদন খানি ।

আপন জন্য নহেত সঞ্চিত, তোমার অর্থ রাশি ;
নীরবে বিতর করুণা দীনে, মিশায়ে সাদর হাসি ;
পুত্র সমান দেখিছে শিষ্যে, স্নেহের আলোক দানি,
তোমার বদন খানি, ধীমান ! প্রফুল্ল বদন খানি ।

উপাধি পেয়েছে নূতন ভূষণ, ভূষিয়া তোমার অঙ্গ ;
প্রফুল্ল সে জন, পেয়েছ যে জন, তোমার প্রফুল্ল সঙ্গ ;
চুমিছে সাদরে, হইয়া ধন্য, জননী বঙ্গ রাণী,
তোমার বদন খানি, ধীমান ! প্রফুল্ল বদন খানি ।

কাঙ্গালের নিবেদন

বাবু হয়োনা সং সেজোনা
শুন নিবেদন,
বাঙ্গালা মায়ের কাঙ্গাল
ছাওয়ালগণ।
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,"
মাথায় তুলে করবে আদর,
মিহির বাহার, চিকন বুনন,
নাইরে প্রয়োজন।
দিও না মুখে বিড়ি সিগারেট,
ভরবে না তাহে তোমার পেট,
সেই পয়সায় কমাও কিছু
গৃহের অনাটন।
মদের গন্ধ নিওনা নাকে,
পড়িবে না পাপের পাকে
সংযমের পুণ্য পথে—কর
সদা বিচরণ।
মাথায় হ্যাট, গলায় ফাঁসি,
সেই বিলাতী ঢং রাশি রাশি,
শপথ ক'রে সাগর-নীরে
কর নিক্ষেপণ।

নিত্য সাবান, সখের গন্ধ,
সবাই তোমরা কর বন্ধ,
গৌরবেতে মনের সৌরভ
কর বিকীরণ।
বিলাসিতার ভীষণ গ্রাস,
ত্যাগের মন্ত্রে কর্‌রে নাশ
চিরানন্দে, সোনার বাঙ্গালা,
রবে নিমগন।
কর উচ্চ চিন্তার আরাধন,
সাত্ত্বিকতায় প্রাণ ধারণ,
অভাব অভাব হবে, যাবে
দুঃখ বিসর্জ্জন।
পুরাতনের কথায় শুনি,
ছিল এই দেশেতে ঋষি মুনি,—
যারা জ্ঞানের জন্য রচেছিল,
পুণ্য তপোবন।
তোমরা তাদের তনয় সবে
তাদের শিক্ষা মাথায় লবে,
আবার হবে দেশটি তোমার
শান্তি নিকেতন।

কৃষ্ণকথা

(বৃন্দাবনে)

কৃষ্ণ অষ্টমীর রাতি, তারকা রোহিণী ভাতি,
জয়ন্তীর যোগ পুণ্যতম।
কংস কারাগারে হরি, দেবকীর অঙ্ক'পরি,
চারি ভুজে শোভে মনোরম ॥
জনক করিল বক্ষে, দ্বিভুজ হেরিল চক্ষে,
চলিলেন নন্দের ভবনে।
যমুনা তরঙ্গময়, উপজিল হৃদে ভয়,
ভাবিলেন যাইব কেমনে ॥
অকস্মাৎ শিবা আসে, পারে যায় অনায়াসে,
বসুদেব দেখিল যখন।
যমুনার কাল নীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে,
জলে হ'ল শিশুর পতন ॥
রাখিতে ভক্তের মান, বসুধার অঙ্কে যান,
বসুদেব—ত্রস্ত অতিশয়।
তখনি আবার পায়, পর পারে চলে যায়,
উপনীত নন্দের আলয় ॥

হেথা নন্দগোপজায়া, প্রসবিল যোগমায়া

বসুদেব লইল তাহায়।

ফিরে যায় কারাগারে, কেহ নাহি দেখে তারে,

মুগ্ধ সবে মায়ার মায়ায় ॥

অষ্টম প্রসব কথা, কংস মনে দিল ব্যথা,

কন্যা লয় করিতে নিধন।

আকাশেতে মহামায়া, প্রকাশিল নিজ কায়া,

কহিলেন বচন ভীষণ ॥

তোমারে বধিবে যেই, গোকুলে বাড়িছে সেই,

অন্য শিশু করোনা সংহার।

না মানি আকাশবাণী, অসুর সকলে আনি,

শিশু বধ করিল প্রচার ॥

সে গোলোক পরিহরি, গোকুলে আসিল হরি

দুষ্কৃতের করিতে নিধন।

সুখের সলিলে ভাসি, গোপ গোপী সবে আসি,

দেখিলেন নন্দের নন্দন ॥

যশোদার নবনীত, নীলমণি মুখে দিত,

গোঠে যেত বাজাইয়া বেণু।

রাখাল বালকগণ, সদা আনন্দিত মন,

হাম্বা রবে হরষিত ধেনু ॥

শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, যমুনার জল রাশি,

চিরানন্দে বহিত উজান।

ব্রজবালা কুঞ্জবনে, মধুর মুরলী স্বনে
সদা হ'ত রোমাঞ্চিত প্রাণ ॥
শিশুর খেলায় রত, উৎপাত শত শত,
করিত যে ব্রজের রতন।
চুরি করি খেত ননী, রুষ্ট নহে কোন ধনি,
তুষ্ট সবে চুম্বিতে বদন ॥
অপরূপ লীলা চয়, শুনিলে বিস্ময় হয়,
কিন্তু তাহে সকলি সম্ভব।
সে যে পরব্রহ্ম সার, পদে তার নমস্কার,
অপ্রাকৃত বিভূতি বিভব ॥

বধ ক'রে পূতনায়, শকট ভাঙ্গিল পায়,
গুরু ভারে তৃণাবর্ত্তে নাশে।
জৃম্ভন করিল যদা, যশোদা দেখিল তদা,
মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ হাসে ॥
তনয়ে বন্ধন তরে, রাণী যত রজ্জু ধরে,
সব হয় দ্বি অঙ্গুল ন্যূন।
জননীরে হেরি শ্রান্ত, অবশেষে হরি ক্ষান্ত,
দেখাইল আপনার গুণ ॥
উদূখল বাঁধা অঙ্গে, দামোদর ধায় রঙ্গে,
ভাঙ্গিবারে যমল অর্জ্জুন।
কুবের তনয় দ্বয় পাদপে উদয় হয়,
ঘুচে গেল শাপ নিদারুণ ॥

বৃন্দাবনে গোচারণ, করে যবে নারায়ণ,
বৎস দৈত্যো করিল নিধন।
বকাসুরে তুণ্ডে ধরি, অবলীলাক্রমে হরি
তৃণবৎ করে বিদারণ ॥

বিহার করেন বনে রাখাল বালক সনে,
অঘাসুর করে আক্রমণ।
ব্রহ্ম রন্ধ্র হয় ভেদ অসুর করিল খেদ,
কৃষ্ণ হাতে হইল মরণ ॥
বৎস, বৎসপালগণে, ল'য়ে আনন্দিত মনে,
খেলিতেন নন্দের তনয়।
মহিমা দর্শন আশে পদ্মযোনি তথা আসে,
তাহাদের অন্য স্থানে লয় ॥
ব্রহ্মার ছলনা সব, বুঝিলেন সে মাধব,
তাহাদের সৃজিলেন পুন।
হইল মোহের নাশ, চতুর্মুখ স্বপ্রকাশ,
স্তব করে নারায়ণ-গুণ ॥
তাল বৃক্ষে, তাল বন, রহিয়াছে সুশোভন,
তথা রহে ধেনুক অসুর।
নিতে ফল অভিরাম, যায় কৃষ্ণ বলরাম,
দৈত্য দেহ করিলেন চুর ॥

কালিন্দীর হ্রদ তলে, কালিয় সর্পের দলে
সদা বিষে করিত ভরণ।

বিষধর শির 'পরি, সুমধুর নৃত্য করি,
হরি তারে করিল দমন ॥
হইতে এরণ্ডবন, দাবাগ্নির আক্রমণ,
ব্রজবাসী তাপদগ্ধ প্রাণ।
কাতরভঞ্জন হরি, বদন ব্যাদান করি,
দাবানল করিলেন পান ॥
গোপরূপী প্রলম্বরে, শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করে,
ক্রীড়া করে ভাণ্ডীরক বনে।
পৃষ্ঠে করি আরোহণ, রোহিণী-হৃদয়-ধন,
পাঠালেন শমন ভবনে ॥
গোধন গোপালগণ, প্রবেশিয়া মুঞ্জবন
পাইলেন দাবাগ্নির ত্রাস।
কাতরেতে অবিরাম ডাকে কৃষ্ণ বলরাম,
অগ্নি হরি করিলেন গ্রাস ॥

ব্রজের কুমারীগণ, হইয়া সংযত মন
কাত্যায়নী করিত প্রণতি।
"অধীশ্বরি মহামায়ে, যাচি মা তোমার পায়ে
নন্দসুতে কর মোর পতি' ॥
অরুণ উদয় হ'লে, কালিন্দীর কাল জলে
যায় সবে করিতে সিয়ান।
পুলিনে বসন রাখি, দেখিল মেলিয়া আঁখি
সখাসহ তীরে ভগবান ॥

বসন লইয়া করে, কদম্ব পাদপ 'পরে
আরোহিল লজ্জানিবারণ।
সঙ্কুচিতা ধীরে ধীরে, বসন চাহিল ফিরে,
হরি তাহে করে প্রত্যর্পণ ॥
"হইয়াছ সবে ধন্য, মধুর বিহার জন্য
প্রতীক্ষায় রহ সতীগণ"।
অন্তরে করিয়া হরি, হরি পাদপদ্ম স্মরি
গৃহে সবে করিল গমন ॥

দেবযজ্ঞ ব্রতধারী, না চিনিয়া বংশীধারী,
প্রত্যাহার করে ভগবান।
বিষাদিত অতিমাত্র, পতি সবে কৃপা পাত্র,
বিপ্রপত্নী করিলেন জ্ঞান ॥
ভক্তিযোগ হৃদে ধরি, অন্তরে প্রণমি হরি,
কৃষ্ণপদ করিলেন সার।
তখন ব্রাহ্মণকুল, বুঝিয়া আপন ভুল,
সেই পদে করে নমস্কার ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ গোপগণ, যথাবিধি সম্পাদন,
করিবারে করিলে প্রয়াস।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি, তাহাদের রোধ করি,
জানালেন নিজ অভিলাষ ॥
গোধন ব্রাহ্মণগণ, শৈলরাজি রম্য বন,
তাহাদের করিয়া উদ্দেশ।

আহৃত সম্ভার ল'য়ে, সবে এক মন হ'য়ে,
কর এই পুণ্য যজ্ঞ শেষ ॥

ইন্দ্রের হইল কোপ, বিনাশিতে যত গোপ,
বাত্যা বারি করিল প্রেরণ।
বিপদ ভঞ্জন হরি, আপনার হস্তে ধরি,
তুলিলেন গিরি গোবৰ্দ্ধন ॥
পৰ্ব্বত কন্দরে আসি, পরিতুষ্ট ব্রজবাসী,
সপ্তদিন করিল নিবাস।
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি, ইন্দ্রের হইল শান্তি,
মেঘ শূন্য হইল আকাশ ॥
ত্রিদিব ত্যজিয়া দেব, নমিলেন বাসুদেব,
কৃষ্ণজ্ঞান করিলেন দান।
দুগ্ধে অভিষেক করি, সুরভি হৃদয় ভরি,
গাহিলেন গোবিন্দের গান ॥
একাদশী উপবাসে, পূজা করি পীত বাসে,
নিশা স্নানে নন্দ ধৃত যবে।
যাইয়া বরুণ স্থানে, পিতারে ফিরিয়া আনে,
ব্রজবাসী আনন্দিত সবে ॥

শারদ পূর্ণিমা রাতি, ফুল্ল মল্লিকার ভাতি,
প্রেমপূর্ণ কামহীন রাসে।
যোগমায়া সমাশ্রিত, হরি অতি হরষিত,
পূরাইতে ব্রত অভিলাষে ॥

শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি, শ্যাম পাশে, যত ধনি,
হরি বিনা সকলেই মিছে।
আপনারে নাহি জ্ঞান, হরি পদ শুধু ধ্যান,
ব্যবধান মায়া রাখে পিছে ॥
চাতুরির ছলে হরি, আবার পরীক্ষা করি,
বুঝিলেন 'পূর্ণ সমর্পণ'।
মণ্ডল আকার ধ'রে, বনমালী নৃত্য করে,
রাস লীলা হ'ল সমাপন ॥
রজনী প্রভাত যবে, কৃষ্ণের আদেশে সবে,
গোপবধূ করিল প্রস্থান।
মায়ামুগ্ধ গোপপতি, হৃদয় সরল অতি,
পার্শ্বে পত্নী দেখিল শয়ান ॥

নন্দে মহাসর্প গ্রাসে, সকলে কম্পিত ত্রাসে
হরি করে চরণ প্রহার।
তাহার স্পর্শের বলে, অভিশাপ যায় চ'লে
সুদর্শন করে নমস্কার ॥
গোপিকা বেষ্টিত হ'য়ে, রামকৃষ্ণ ভ্রাতৃদ্বয়ে
করে যবে সুমধুর গান।
শঙ্খচূড় যক্ষ বলে, খেদায় গোপিকা দলে
কৃষ্ণ তার বধিলেন প্রাণ ॥
বৃষভের রূপ ধ'রে. গোষ্ঠে আগমন করে
নৃত্য করে অরিষ্ট ভীষণ।

তাহারে করিয়া নাশ, নাশিল সবার ত্রাস
আনন্দিত গোপ গোপীগণ ॥
ভীষণ তুরঙ্গবেশী, দেখি কৃষ্ণ দৈত্য কেশী
অনায়াসে করিল নিধন।
ময় পুত্র ব্যোম যবে, হরিল বালক সবে,
বধে তারে শ্রীমধুসূদন ॥

বীণা হাতে দেবঋষি, নারদ গোকুলে পশি
ভবিষ্যৎ নিবেদিল পায়।
তবে কৃষ্ণ বলরাম, ত্যাগ করি ব্রজ ধাম
চাহিলেন যেতে মথুরায় ॥
কংসের আদেশ মত, বৃন্দাবনে সমাগত.
হইলেন অক্রূর সুজন।
অমোঘ প্রাক্তন গতি, নাহি জানি মূঢ়মতি
কংস তারে করে সমর্থন ॥
উঠি অক্রূরের রথ, সাধিবারে মনোরথ
লইলেন নন্দের বিদায়।
প্রবোধি রাখাল ধেনু, চুম্বিয়া কুঞ্জের রেণু,
নমিলেন মাতা যশোদায় ॥
ব্রজলীলা সাঙ্গ করি, বলরাম সঙ্গে হরি,
মথুরায় করিল গমন।
নিরানন্দ গোচারণ, নিরানন্দ কুঞ্জবন,
নিরানন্দ নন্দের ভবন ॥

সমাপ্ত